

LIFE OF RAJAH RAM MOHUN

BY
JES CHUNDER CHUCKERBUTTY
A STUDENT OF THE
SACCA COLLEGE

কাজী রামমোহন রায়ের
জীবন চরিত ।

কাজী জীবনচন্দ্র চাক্রবর্তী
শ্রী বামদেবচন্দ্র চক্রবর্তী
কলিকতা
সংকলিত ।

কলিকাতা ।

প্রথম প্রকাশ—বিলাতী প্রেসে মুদ্রিত,

শকাব্দ ১৯৮২ । বঙ্গাব্দ ১২৬৬ ।
ইংরেজী ১৮৬৯ ।

থাকে : জাতি উন্নয়ন সম্পূর্ণতঃ বিচার্য মঙ্গল
 পরিণামেই হয় : কিন্তু, মাতৃদুহ পূর্ণতঃ বিচার্য
 মঙ্গল কখনো সামান্য কথ্যভাষীরা তাহাতে কতি
 করি নাষ্টে। অতঃপর মনোহর, যত অধিক
 জাতিগত পার্থক্য হইবে, মঙ্গলময় কাব্যের, সুতরাং
 মঙ্গলশালী অপ্রিয়বর্ণিত করিতে বাসনা আছে।
 এইজন্য মঙ্গলময় পার্থক্যের ইহাও সোদর প্রদ-
 ত্তান প্রদর্শন পাঠ করিয়াসকি যাইতে হউ।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন চন্দ্র বসু।

কলিকাতা, কালীঘাট,

২২ অক্টোবর ১৯৩৩

ভূ. ১২৮২।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

বিশ্বনাথ চন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়, ১৭৮৭
সেপ্টেম্বর, ১৭ (শুক্রবার) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি
মুম্বাই ব্রাহ্মণবংশ হইতে উদ্ভূত হন। তাঁহার
পুরুষেরা সকলেই ধর্ম-পরায়ণ ছিলেন। মাকুট
দিগের একমাত্র অনর্গল ছিন্ন, এবং ধর্মযাজক-
তাঁহা'নগের ব্যবসায় ছিল। প্রায় ১৬০ বছর
ইহঁদের বংশধর। তাঁদের অতি বুদ্ধ-প্রসিদ্ধামহ
জ্ঞান, এবং তাঁদের অনন্ত হৃদয়, পল্লভ্রমণে
পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডে অন্বেষণী হইলেন।
এই মহাবল পরাক্রান্ত প্রজাপীড়ক মগল-শক্তি
রাজ্যের বাদশাহের রাজ্য-সময়ে, উক্ত ধর্মপরায়ণ
রামমোহন এই আশ্চর্য পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়।
মগল-শক্তি হিন্দু-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিমায়েকেই বিষম
নিষেধ পেয়ে করিতে সাধ্যমাত্র ক্রটি করিতেন
সুতরাং কথিত পরিবর্তনটী, মগল-শক্তির হিন্দু-
প্রাণীকরণ স্বতন্ত্র অন্যই সঞ্চারিত হয়, কি তাঁহাদিগের
ক্রমেই হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

যাহা হউক, রামমোহন রায়ের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথমে মগল সাম্রাজ্যের অধীনে এক বিশিষ্ট রাজকর্মে নিযুক্ত হইয়া রামমোহন রায় স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব পুরুষেরা কখন বা ধনী, কখন বা দরিদ্র, কখন বা মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়া প্রকুল, কখন বা মনোভিলাষিত মনোভুক্তে দুঃখিত থাকিতেন। অনন্তর, তাঁহার পিতামহ মুরশিদাদ বাজধানীতে কোন এক সম্ভ্রান্ত কর্মে নিযুক্ত হইলেন। মুরশিদাবাদ ঐ সময়ে সুবা-বাজালার রাজধানী ছিল। তৎকাল নবাবের একাধিপত্যের পরিমীমা ছিল না। নবাব মাহেব দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিলেন বটে, কিন্তু সে অধীনতা কেবল নামমাত্র, প্রকৃতার্থে তাঁহাকে স্বাধীন বলিলেই বলা যাইত।

ভূর্তাগ্যবশতঃ মুরশিদাবাদের নবাবী পদে তৎকালে নির্দয়প্রকৃতি সেরাজুদ্দৌলা সংস্থাপিত ছিলেন। তাঁহার পশ্চৎ নির্দয়তার বিষয় আলোচনা করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হয়। হিন্দুদিগের প্রতিই তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, তাহাদিগকে সতত প্রপীড়িত রাখিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। এসমত কথিত আছে যে তিনি হিন্দুগণের বাসগৃহাদি আগ্নেয় সংযোগে ভস্মাবশেষ করিতেন, এবং বহুসংখ্যক মানুষ এক তরলীন্দো সংস্থাপনপূর্বক ভাগীরথীর তীরবর্তে প্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ করাইয়া তাঁহার পশ্চৎ আমোদভুক্ষা চরিতার্থ করিতেন। এতদ্ব্যতীত জরায়ু-শয্যায় শিশু সন্তান কি অবস্থায় অবস্থিতি করে, তদর্শনে কৌতূহল-ক্রান্ত হইয়া গর্ভবতী-কুলকামিনীদিগের পূর্ণগর্ভ বিদারন করিতেন।

রামমোহন রায় ।

যাহা হউক, সেরাজুদ্দৌলার এ সকল দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও রাজা রামমোহন রায়ের পিতামহ মহাশয়ের বিষয়-কর্ম সম্পর্কে কোন হানি হয় নাই। সুতরাং তিনি উত্তরোত্তর নিজ যশোবিস্তারে এবং বহুলাংশে বৈভা-বল্লভ্যে কৃতকর্ম্যই হইয়াছিলেন। তাঁহার মুরশিদা-বানে অবস্থিতি সময়ে ইংরাজ-ভূপতিরা এক দল বন্ধু-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীমাত্র ছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে সেরাজুদ্দৌলার অত্যাচারের লক্ষ্য হইলেন। আহা! জগদীশ্বরের কি অনিচ্ছনীয় মহিমা! গরলহইতে বক্ষণ অমৃত উদ্ভূত হয়, গোময়পুঞ্জ যক্ষপ কনক-কলিকা প্রস্ফুটিত হয়, এবং মোর-খনসটা-বিশিষ্ট নীরদহইতে যক্ষপ স্ফটিকতুল্য নির্মল জল বর্ষিত হয়, তক্ষপ, নবাবের অত্যাচার হইতে “বঙ্গদেশে ইং-রাজভূপতির আদিপতা” উৎপন্ন হইল।

রামমোহন রায়ের পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি নবাবের রাজধানীতে নিভাস্ত হতমান হইয়া-ছিলেন। মহদ্বন্দ্বোত্তর জন্য, তিনি অন্যান্য কর্মচারি-গণের ন্যায় অপমান সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতি রাধানগর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। এই জিলার অধীনেই তাঁহার পৈতৃক ভূমাদি ছিল, এবং তদুপাযত্বদ্বারা তৎকালে তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণ হইতে লাগিল। ঐ রাধা-নগর নামক গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।

রামমোহন রায়ের মাতা অতি সচ্চরিত্রা এবং নন্দ-প্রকৃতি ছিলেন। পূর্বাপর ঐকলিত হিন্দুধর্মে তাঁহার

এগার দিন ছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার পুত্রের উপদেশে পৌত্তলিক-ধর্মের অর্থার্থতা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের এক বৎসর পূর্বে তিনি পুত্রসম্মুখে স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্মে প্রীতিস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সৃষ্টিগণেরই আরণ্যিক ও সেবনীয়; কিন্তু তিনি অধিককাল উহা ভ্রমপূর্ণ ধর্মো ব্যাপ্ত ছিলেন বলিয়া, সে সকল এককালেই পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। আর তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন “তোমার প্রচারিত ধর্ম যথার্থ এবং উত্তম বটে, কিন্তু আমি একে অস্পৃদ্ধি প্রীতি, তাহাতে আবার এই সকল খালাচন, কলহ, ব্রজা হইয়াছি, সুতরাং আমি এইক্ষেণে উহা পরিত্যাগ করিতে কোন ক্রমেই সক্ষম হইতেছি না।”

এই রত্নগর্ভা স্ত্রী, যিনি রামমোহনস্বরূপ পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া ভ্রমওমে খাত্যাপন হইয়াছেন, ইনি অতি সদাচার-বিশিষ্ট ও লোকমান্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পিতৃকুল এতাদৃশ হিন্দু-ধর্মপরায়ণ, যে অদ্যাপিও তদ্বংশীয়েরা আর্থিকতত্ত্বের সনত্ত নিয়মানুসারে যাবতীয় কর্ম করিয়া থাকেন।

পূর্বে ব্যক্তিগত্বেরই যজ্ঞপ স্বীয় তনয়দিগকে শুভ-করপ্রণীত শিশুবোধ প্রভৃতি সামান্য পুস্তকদ্বারা যথার্থকর্ম শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়ও শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষা-কার্য নিরবচ্ছিন্ন গ্রামা গুরুমহাশয়দিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইত। তাঁহার। সুকুমারনতি বালক-

মানব বুদ্ধিশক্তি ক্রমে উন্নত করার পরিদর্শে, তাহা-
দিগকে এককালীন জড়বৎ অকর্মণ্য করিয়া রাখিতেন ।
তাহাদিগের অধীনে বালকেরা যে, বাঙ্গালা ভাষায়
সুচারুরূপে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইত এ অনুমান বৃথা । তা-
হারা কেবল গণিতশাস্ত্রের কতকগুলিন সামান্য নিয়ম
কল্প করিত, এবং সেরেস্তাদারী ও পোস্তারী কর্ম
করিতে যেমত বাঙ্গালা জানিতে হয়, তাহাই শিক্ষা
করিত । কিন্তু পরিশুদ্ধরূপে উত্তমভাষায় মনের ভাব
সমূহ প্রকাশ করিতে কোন ক্রমেই পারণ হইত না ।
তাহারা সহজেই একখানা রোদকারি প্রস্তুত করিতে
পারিত, কিন্তু উত্তম ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র লিপি
রচনা করিতে হইলেই চতুর্দিক শূন্য দর্শন করিত ।)

বাহা হউক রাজা রামমোহন রায়ের একরূপ শিক্ষা
হয় নাই । তিনি গুরুমহাশয়ের সমীপে যদিও উল্লি-
খিত-মত বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি
যৌর যত্বদ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় যথোপযুক্ত পারদর্শী
হইয়াছিলেন । এমন কি, এ প্রকার বলিলেও বলা
বাইতে পারে, যে তাহাকর্তৃকই বাঙ্গালা ভাষায় ভাব
উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল । একদেও ইহা নিঃসংশয়
স্বীকার্য্য বটে, যে বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম সাহিত্যাদি
শাস্ত্র কিছুই হয় নাই, এবং তাহা সংস্কৃত শাস্ত্র সমূহ
উত্তমভা প্রাপ্ত হইতে আরো শত শত বৎসরের
প্রয়োজন । সংস্কৃত ভাষা ব্যাস, মনু এবং বাল্মীকি
প্রভৃতি মহাভাগের প্রযত্নে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া
সুসঙ্গত পরিগণিত হইয়াছে । কিন্তু সে ভাষা কখনই
ইন্দ্রগণের সচরাচর লিখন ও কথনের ভাষা হইতে

পারেন না । কারণ, পাণিনি এবং বোপদেব প্রভৃতি ব্যাকরণ-প্রণেতারা এই ভাষাকে একপ্রকার কঠিন ও একপ্রকার প্রয়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন যে তাহাতে সমাক্‌ ব্যুৎপন্ন হওয়া সর্বসাধারণের পক্ষে সুসাধ্য ব্যাপার নহে ।

রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষায় সমাক্‌ পারদর্শী ছিলেন । এবং তজ্জন্যই তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা উন্নত ও পরিণত করিবার মানস সফল হইয়াছিল । তিনি এই বঙ্গভাষাবারা লোকসমুদায়কে ধর্মশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা বিতরণ করিয়া, ইহাকে একরূপ পবিত্র করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার সময়ে এই ভাষা চর্চার অপ্সরতা প্রযুক্ত, পরমেশ্বরের প্রকৃতি এবং গুণ-নিত্যের বর্ণনায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সংস্কৃত শব্দসমূহ বাঙ্গালা ভাষায় সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই কষ্ট অতিক্রম করিয়াছেন । অতএব বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য, সেই মহাত্মার নিকটে যে আমরা অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বদ্ধ রহিয়াছি তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে । তিনি যদিও সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা লেখক না ছিলেন, তথাপি ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে তিনি এক জন উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা-লেখক ছিলেন । তিনি অনেক বিষয়েই কোন ব্যক্তি হইতে স্থান ছিলেন না । ভারতচন্দ্র রায় তদপেক্ষায় উত্তম লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অস্বীল এবং কদম্বা ভাষা প্রয়োগ করিয়া নিজ রচনার অধিকাংশই অর্থহীন করিয়া গিয়াছেন । তিনি রাজা রুকমণ্ডের সভ্য-ভূষণ ছিলেন ।

এই সময়ে বঙ্গদেশ মধ্যে রাজা রুকম্ভ সৰ্ব্বশ্রদ্ধা-
 দিত ছিলেন, এবং বিদ্বানের মান, সম্ভ্রম ও উৎসাহ
 প্রদানে অতীব তাগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন।
 গোপাল ভাঁড়ের চিত্ত-বিনোদ-কারিণী চাতুরী-শক্তি,
 রঘুরাম শিরোমণির অশ্রুতপূৰ্ব্ব জ্ঞানাধিকার, এবং
 ভারতচন্দ্র রায়ের অভূতপূৰ্ব্ব কবিতা-শক্তি, এ তিনই
 তাঁহার নিকট সমান আদরণীয় ছিল। ভারতচন্দ্র
 রায়ের রুত “বিনামুন্দর” নামক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়
 কবিতা রচনার আদর্শ স্বরূপ। মুরসিক কবিতাবোদ্ধা
 ব্যক্তিমাতেই ইহার প্রশংসা না করিয়া কাস্ত থাকিতে
 পারেন না। ইহা অতীব সুললিত চন্দে ও সরল
 ভাষায় রচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকর্তা কতকগুলি
 সামান্য অশ্লীল শব্দ ভগ্নমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, যেমন
 দুষ্কপূর্ণ কুন্তমধ্যে গোমূত্র ক্ষেপণ করিলে সকল নষ্ট হয়,
 তদ্রূপ করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রুত
 গ্রন্থনিচয় এমন নহে, তাঁহার রচিত যত বাঙ্গালা গ্রন্থ
 আছে, সে সকলই অতি উৎকৃষ্ট ও সুযুক্তিতে পরিপূর্ণ।
 পুরাতন সম্প্রদায়ের লোকেরা যেৰূপ লিখিয়া থাকেন
 তদপেক্ষা তাঁহার রচনা অসম্ব্যাগুণে উত্তম।

তিনি যদিচ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য অত্যন্ত
 বড় ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি ইহা
 অদ্যাপি যুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করা যায়, যে বাঙ্গালা ভাষা
 এক্ষণেও এমন সম্পূর্ণ হয় নাই, যে ইহাতে বিজ্ঞান-
 শাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির সমুদায়
 ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। অদ্য-
 পিও ইউরোপীয়দিগের অনুবাদ করিতে হইলে,

সংস্কৃতভাষা হইতে বিস্তর শব্দ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, এবং অনেক কথা সৃজনও করিতে হয়।

যাহা হউক অধুনা তিন দয়ালীল রাজপুরুষেরা বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া যেমত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাঁহাদিগের যত্নে যে পরিমাণে সকল হইতেছে, তাহাতে নিতান্ত ভরসা হয় যে, অচিরেই বঙ্গভাষারূপ কম্পরক মুদ্রা শাখা প্রশাখা এবং মনোহর মুকুটরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে।

বাজালা ভাষায় একরূপ শিক্ষিত হইলে, রামমোহন রায় পারস্য এবং আরব্য ভাষা অধ্যয়ন জন্য পাটনা নগরীতে তত্ত্বনকর্তৃক প্রেরিত হন। এইকালে লোকসমাজে ইংরাজী ভাষানুশীলন বঙ্গপ অর্থকর এবং বশস্কর রূপে পরিগণিত হইতেছে, সে সময়ে পারসী এবং আরবী ভাষার অধ্যয়নও তদ্রূপ ছিল। এই ভিন্নদেশীয় ভাষানুশীলন কালেই হিন্দুধর্মের কম্পনা সমূহ তাঁহার দূরদর্শী নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল। মহম্মদীয়-ধর্মের ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করে, এই বিষয়টী তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবানাজই, হিন্দু-ধর্মের প্রতি তাঁহার বিবেচ আরম্ভ হইল। তিনি যে সকল মৌলবিগণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে আরব্য-ভাষায় অভুবাচিত ইউক্লিড এবং আরিস্তটলের গ্রন্থনিচয় পাঠ করাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে তাঁহার বুড়িরূতি অতি সূক্ষ্ম এবং মার্জিত হইল। এতদ্বিস্ত কোরাণেও তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জগ্নিবাতে, তিনি ব্রহ্মধর্মের সারসম্ম এককালীন হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং স্বজাতীয় পৌত্তলিক

ধর্মের অচ্ছেদ্য সুদৃঢ় শৃঙ্খল এককালেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

এই প্রকারে আরব্য এবং পারস্য পাঠ সমাধা করিয়া, সংস্কৃত পাঠাভিযানে তিনি বারানসীধামে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বারানসী সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা-বিষয়ে ভারতবর্ষ-মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান। যত্রপ ইংলণ্ডসম্পর্কে অক্সফোর্ড নগর, তত্রপ হিন্দুস্থানের পক্ষে বারানসী। এই নগরীতে রাম-মোহন রায় সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিতে হইলে বারানসী ধামেই তাঁহার ভাবি মহত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল। কারণ সংস্কৃত ভাষা তিনি যতই প্রগাঢ় যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার গুরু সুদার ভাণ্ডার তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং অবশেষে প্রধানতঃ যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন বশতঃ ধর্মবিষয়ে তাঁহার আন্তরিক মত এককালীন সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

এ পর্য্যন্ত কেবল আপনার অন্তঃকরণ প্রেমপূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম হইতে মুক্ত করিতেই তিনি সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু এইকালে এদেশীয় সকল লোকেই এই মিথ্যাপাশে বদ্ধ রহিয়াছে, দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিকল হইতে লাগিলেন। আরিস্ততল এবং ইউক্লিড প্রণীত তর্কশাস্ত্র এবং রেখাগণিতাদি পাঠে, ও সংস্কৃত, আরব্য এবং পারস্য ভাষা সমূহের প্রধানতঃ গ্রন্থের আলোচনার, তাঁহার জ্ঞান এককালে মার্জিত হইয়া-
ছিল; সুতরাং পুরাণাদি প্রতিপাদ্য ধর্ম তিনি সমুদ্রে

উৎপাটন করিতে রক্তসঙ্কপ হইলেন। তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়ঃকাল সময়েই তিনি “হিন্দুধর্মের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কি আশ্চর্য! বাল্যের শেষ এবং নবযৌবনের প্রারম্ভ, যে সময়ে এতদেশস্থ সর্বসাধারণেই প্রায় বিদ্যাগারে পাঠাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এবং এমন কি, মিনস্কর কপটিথেলায় রত থাকেন, সেই সময়ে তিনি অতীত উচ্চ ধর্ম-বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাপস হইয়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করিলেন। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহার সামাজিক অসুখ ঘটিবার কতই সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু তিনি শাস্ত্র-প্রকৃতিতে তাহা তৃণজ্ঞানও করেন নাই। তিনি জাতিবহিস্কৃত হইবার আশঙ্কাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, টপতুক সম্পত্তি প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষ, তাড়না ও কটুকটব্য সহ্য করিতেও যথোচিত রক্তপ্রতিজ্ঞা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নিতান্ত হিন্দুধর্মপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ দুই এককাদীন তাঁহাকে পরিবার-বহিস্কৃত করিয়া দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

আহা! রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্রের এই অংশ আলোচনা করিতে, মনে কি অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়! তাঁহাকে তৎকালে বালক বলিলেও বলা যাইত; তিনি আপন ভরণপোষণ অন্য একগোলামাক্ রূপে তাঁহার পিতার অধীনে থাকিয়াও, আপন হৃদয়স্থিত মত কখনও পরিবর্তিত করেন নাই,

বরং তাঁহার পোষকতা জন্য অসহ্য কষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় যে অধুনাতন কৃতবিদ্যা যুবকগণ এই মহাত্মার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, নচেৎ কেবল মুখব্যাধান করিয়া “এটি অসম্ভব ও উচিত নয়” ইহা বলিলে কখনই কিছু হইতে পারিতেন না।

পিতা ঘৃণা করিতে লাগিলেন, ইহাতে রায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং এককালে সমস্ত বিরক্ত হইয়া দেশপর্যটন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর ১৬ বৎসর বয়স্করূপেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে স্বদেশে কি কি প্রকার ধর্ম প্রচলিত আছে এবং তদবলম্বিদিগের স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহারাদিই বা কি প্রকার, তাহাই কেবল দর্শন ও বিচার করিয়া, পর্যটনের সার্থকতা সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সমুদায় মহৎ কল্পনার বিষয় আলোচনা করিলে এককালে বিস্ময়মল্লিতে নিমগ্ন হইতে হয়। হিন্দুরা স্বভাবতই ভবনপ্রিয়, এবং নিরুদ্বেগে জীবনযাত্রা নিরীহ করিতে পারিলেই আপনাতক কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এপ্রকার ছিল না, ধর্মসংশোধক হইতে হইলে মজুরের স্বভাব ও বিশুদ্ধ মনের আবশ্যক, তাহা তাঁহার সকলই ছিল। তিনি স্বদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ উত্তমরূপে দর্শন করিয়া এবং তৎকাল তিস্রঃ সম্প্রদায়ী জনগণের বিষয় ক্রমান্বয়ে আলোচনা করিয়া, তৎকালে দেশভিত্তিক পন্থা করিলেন। বৌদ্ধধর্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করাই তাঁহার তিস্রতে ধর্মের প্রধান তাৎপর্য।

ছিল। তথায় তিনি একাদিক্রমে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বিরা “লামা” উপাধি-বিশিষ্ট গনুব্য-বিশেষকে দেবতা জ্ঞানে অর্চনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের এই প্রকার আচরণ দৃষ্টে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, তাহাদিগকে নানা প্রকারে প্রবোধ লওয়াইবার মানসে, অনেক উপহাস করিতে লাগিল। তাঁহার এবভূত সাহস দর্শনে তাহার এককালে চিজিতে ন্যাগ হইয়া থাকিত, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিত। তন্মধ্যে কেহ কেহ এমনতরোগ্রাহ হইত যে, সুযোগ পাইলে তাঁহার শারীরিক দণ্ডবিধানও অনিচ্ছুক হইত না। কিন্তু হইলে কি হয় “অনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিতেতি কদাচন” যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জানেন তিনি আর কাহা হইতেই ভয় প্রাপ্ত হইবেন না। জগদীশ্বরের প্রতি তিনি যেরূপ অগাধ প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিব্বতের লোকদিগের কটু-কাটব্যো যে তিনি তয় প্রাপ্ত হইবেন তাহার সম্ভাবনা কি?।

এদিকে বাতীতে অনেক দিবস অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার সন্তানবৎসলা জননী তাঁহার জন্য এককালীন পার্শ্বগির্জায় হইয়া উঠিলেন। স্বীকৃতি স্বভাবতই সুকথাপেক্ষা সন্তানবৎসলা হইয়া থাকে। সন্তান যেরূপই হউক না কেন, মাতা কখনই তাহাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং রামমোহন রায়ের পিতা যদিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতার স্নেহ কোন ক্রমেই ক্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি অপব্যয় ৪ বৎসর

রামমোহন

ক্রমে অনুদ্দেশ্য ভাবে ছিলেন। তাঁহার মাতা দিন দিনই উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে এমত হইলেন যে তাঁহাকে বিনা রামমোহন কিছুতেই সন্তুষ্ট করিবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং রামমোহন রায়ের পিতা তাঁহার অন্বেষণার্থে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যে সময়ে প্রেরিত হয় তখন তিনি তিস্তদ্রোণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে পশ্চিমদ্যে তাঁহার সহিত তদন্বেষণকারীর চাক্ষুষ হইবাতে তাঁহাকে বাণী আগমন করিতে হইল।

দেশ পর্যাটন হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাণী অবস্থিতি সময়ে তিনি কেবল বেদ এবং পুরাণাদি পাঠ করিতেই অনুক্ষণ রত থাকিতেন। এই সকল অধ্যয়নে তিনি কীদৃশ রুতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ বাহ্যিক মাত্র। অত্যন্ত নিপুণতা এবং অধ্যবসায়ের সহিত ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য এবং মধ্বাদি প্রণীত গ্রন্থনিচয় পাঠ করিতে করিতে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার মনে এক কালীন সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল। এবং উক্ত ধর্ম্ম একমাত্র মুক্তির কারণ জানিয়া তাহা লোকমণ্ডলীতে প্রচার করণার্থে কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ছবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি ইংরেজি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমাগত ৬ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও এ ভাষার তাঁহার উত্তম ব্যাপ্তি জন্মিল না। যে ব্যক্তি প্রধান ভাষা সমূহ অতি অল্প কাল মধ্যে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি যে ইংরেজি জ্ঞানীয় এরূপ অনুমতির নিদর্শন প্রদর্শন করি-

বেন ইহা মনে করিলে আপাততঃ আশ্চর্য্যই বোধ হয়। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা সময়ে তিনি কেবল তত্পরার্জনেই রত থাকিতেন, অন্য কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হইতেন না, ইংরেজি শিক্ষা সময়ে তাঁহার তত্পর অবস্থা ছিল না। এইক্ষেণে তিনি প্রধান ২৩০৪ ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, বেদ পুরাণাদিতেও বিলক্ষণ সুপটু হইয়াছিলেন এবং দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ নিবন্ধন বহুবিধ শুভদ নবা ভাবের আধার হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লোক-মণ্ডলীতে প্রচার করাও তাঁহার একটা অতি প্রিয়কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজি অধ্যয়নে তাঁহার মনোযোগের বিলক্ষণ ক্রটি হইত। বাহ্য-চক্রে পরে তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যবসায় এবং যত্নের সাহায্যে, তিনি এ ভাষাও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তৎপ্রণীত ইংরেজি গ্রন্থ সমুদায় দৃষ্টে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার কৌশল অধিকার ছিল তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন। ঐ সকল গ্রন্থের অনেকাংশ তাঁহার কতিপয় ইংরেজ বন্ধু দ্বারা লিখিত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে তাহা সমুদায় তাঁহারই মনসোদ্ভূত তাহার সন্দেহ নাই।

তিনি সচরাচর বাহাদিগের সঙ্গ করিতেন তাঁহাদিগ কতক প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি যত্নপূর্ণ ইংরেজি বলিতে পারিতেন তদপেক্ষা অসম্ভবরূপে উত্তম লিখিতেন। ইহার কারণ অতি সহজেই বিবাকরণ করা যাইতে পারে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার কতক যে

সমস্ত ইংরেজি গ্রন্থ রচিত হয় সে সকলই তাঁহার কতি-
পয় ইংরেজি বন্ধুর রচনা। তিনি যে স্বীয় যশোবিস্তার
বাসনায় অহঙ্কারপরবশ হইয়া অন্যের দ্বারা নিজ-
রচিত পুস্তকাদি ইংরেজি ভাষায় পরিণত করাইতেন
এমত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি যুক্ত নহে ;
কেননা স্বভাবতই তাঁহার পরোপকার-গুণের আতি-
শয়া নিবন্ধন তিনি অতীব প্রীতমনে বাসনা করিতেন
যে ধর্মবিষয়ে তাঁহার যেমত অভিজ্ঞতা তাহা ইংরাজ
কি বাঙ্গালি সর্ব সন্নিপেই প্রচারিত হয়। কিন্তু কি
করেন শেষে ঐ সকল বিষয় তিনি স্বয়ং ইংরেজী
ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রচার করিলে রচনার তাদৃক মাধুর্য্য
হিরহে সুবিদ্যান ইংরেজ-মণ্ডলীতে পরিগৃহীত না হয়
এই আশঙ্কায় তিনি অন্যের দ্বারা সে সমুদায় লিখিত
করিয়াছিলেন। স্বরূপতঃ বিবেচনা করিলে এজন্য তাঁ-
হার অপবদনা করিয়া বরং তাঁহাকে সহজ সহস্র
মাধুর্য্য প্রদান করিতে হয়, যেহেতু এ উপায় অবল-
ম্বন না করিলে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা ইংরেজদিগের
কোন উপকার হওয়া সম্ভাবিত হইত না।

রামমোহন রায় প্রায় সকল প্রধান ইংরেজী ভাষাতেই
সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম উদ্যমে যে ইং-
রেজী ভাষাতে তাঁহার সমধিক ব্যাপত্তি ছিল না সেটি
কোনক্রমেই ধর্তব্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি
বঙ্গভাষায় যৎপরোনাস্তি সুনিপুণ এবং সর্বসাধারণ
সন্নিপে সর্বোৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।
সংস্কৃত ভাষায় অল্প জ্যোতির্শ্বর বুদ্ধিকরে যাহার
অদর-ভাষায় পরিণত ছিল; আদর্য্য পাঠক উদ্ভ

এবং হিন্দুস্থানি বাবতীয় ভাষায় যিনি তৎসময়ে
অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; হিব্রু,
লাটিন, এবং গ্রিকভাষা সমূহের দুম্পূবেশ্য দ্বার-
নিচয় তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ ছিল না; এমত ব্যক্তি
প্রথম বয়সে ইংরেজিভাষায় অতি সুবিজ্ঞ ছিলেন না
বলিয়া কি সেটী কোনক্রমে অবমাননার বিষয় বলা
যাইতে পারে?

বাল্যকাল ১২১০ এবং ইংরেজী ১৮০৩ সালে রাম-
মোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় তনয়-মুগল বর্ড-
মানে পরলোক গমন করেন। তন্মধ্যে প্রথম রাম-
মোহন রায় এবং দ্বিতীয় জগন্মোহন রায়। রামমো-
হন রায়ের জীবন-চরিত লেখকেরা আনেকেই স্থির
করিয়াছেন যে তিনি পিতার পরলোকাগন্তে তাঁহার
ঐশ্বর্যক ভূম্যাদি স্থাবর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইতে
পারিয়াছিলেন না। কলতঃ তাঁহার ঐশ্বর্যক সম্পত্তিতে
তাঁহার যে স্বত্ব ছিল না এমত নহে, কিন্তু কোন গুপ্ত
কারণ বশতঃ তিনি স্বেচ্ছাপূর্বকই ততাবৎ পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন।

পিতার অজ্ঞাবহেতু পরিবারের ভরণপোষণাদির
ক্ষার তাঁহার উপরিই সম্যকরূপে পতিত হইল। তৎ-
সময়ে তিনি রাজসেবা দ্বারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা না
করিয়া আর থাকিতে পারিছিলেন না। এমত অবস্থা-
তেও তিনি এমত কর্মের চেষ্টা করিতে লাগিলেন বাহা-
তে তাঁহার সাহিত্য-শাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যা অধ্যয়নের
কোন হানি না হইতে পারে। অনেক উচ্চপদাতি-
বিশিষ্ট ইংরেজ তাঁহাকে সুশীল জানে যেহেতু সম্যক

করিতেন । কিন্তু করিলে কি হইবে, তৎকালে বাঙ্গালি-
দিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিয়ম
ছিল না । মুসলমানদিগের রাজ্য সময়ে হিন্দুদিগের
সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মনিষ্ঠায়ে, অর্থাৎ উজির এবং প্রধান
ইমনাধাকতাদি কর্ম্মে, নিযুক্ত হইতে কোন আশঙ্কি
ছিল না । কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য-পতনে সে প্রথা-
ভিন্নও পতন হইয়াছিল । এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রান-
মোহন রায়ের জীবন সময়ে, দেশীয়েরা বিচারপ্রতিষ্ঠা-
পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না । লাফ বর্নওয়া-
লিশ তাহার শাসন সময়ে দেশীয়দিগের সমক্ষে সর্ব্ব
প্রধান পদের দ্বারই অপরূপ রাখিয়াছিলেন, এবং
কেবল নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজদিগের দ্বারাই শাসনকার্য্য
সম্পাদন করিতেন । তৎকালে দেওয়ানি অর্থাৎ
সেরেল্লাদাবি পদটি দেশীয় লোকদিগের নিকট যাবৎ
নাই, উক্ত পদ বলিয়া পরিগণিত হইত । সুতরাং
সেরেল্লাদাবি কর্ম্মের প্রাপ্ত্যাপ্যই রানমোহন রায়ের
মনে বলবতী হইল ।

এই মানস সুসিদ্ধ করণান্তিমধ্যে রানমোহন রায়
ব্রজপুরের কালেকটর ডিগবি সাহেবের অধীনে এক
কেরানীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন । তিনি কর্ম্মে
নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ডিগবি সাহেব
তৎসমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়া যে প্রতিষ্ঠা লিপিবদ্ধ
পর্য্যন্ত করিলেন । সে প্রতিষ্ঠার তত্ত্বপর্থাৎ এই যে
রানমোহন রায় তৎসমক্ষে অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের
নাগর দস্তখতাদি প্রাধিকার বসিবার আসন প্রাপ্ত
হইবেন, এবং তাহার অধীনের অন্যান্য আধিকারগণকে

যে অবজ্ঞাসূচক হীনপাঠ লেখা যায় তাঁহাকে তাহ
না লিখিয়া স্বতন্ত্র সম্মান-সূচক পাঠ লেখা যাইবে ।
সিবিলিয়ান সাহেবদিগের যে এরূপকার সচ্চারিত্ব হইতে
ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় । কারণ সর্ব-
ত্রই দৃষ্ট হয় যে সিবিলিয়ান হইবামাত্রই সাহেবগণ
আমলাবর্ণের উপর বৎপরেরোনাস্তি ঘৃণা ও অবজ্ঞা
প্রকাশ করিয়া থাকেন । ইংরেজদিগের প্রতি দেশীয়
লোকদিগের যে এত অস্নেহ ও হতাদব, ইহাই তাহার
একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ।
এবং একমাত্র এই কারণেই মুসভা ধর্মপরায়াণ ব্যক্তিগণ
আমলা হইবার আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া,
অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপ্রদ কর্মনিচেষ্টে নিযুক্ত হইতে
আদিক ভাল বাসেন । সুতরাং দেশীয় সমাজের
নীচপ্রকৃতি ধর্ম-ভয়-বিবর্জিত ভদ্রসন্তানেরা আমলা-
গিরি কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন । এসব স্থলে
আমলাগণ যে অর্থলোভ পরবশ হইয়া অতি গর্হিত
কর্ম সকলও নির্ভয়ে সম্পাদন করিবে তাহার বিচিন্তা
কি? ফলিতার্থে উপযুক্ত কারণবশতই বিচারাগার
সমূহ কেবল অর্থদণ্ডের এবং জুরাচুরির দাসত্ব-স্বরূপ
হইয়া উঠিয়াছে । অতএব এইক্ষেণে ইহা নিতান্ত
নাঙ্কনীয় যে চিহ্নিত অচিহ্নিত কর্মচারিগণের মধ্যে
যে কনতার ও মর্যাদার বিভিন্নতা আছে তাহা এক-
কালীন রহিত হইয়া যায় । বিবেচনা করিয়া দেখি-
লে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে এই অনিষ্টকর বিভিন্নতা
কেবল কএকটি লোকের স্বার্থপরতার জন্যই হইয়া-
ছিল । নচেৎ এতদূর দেশের কোন সমাজই সম্পাদন

হয় নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট-রাশিই উপর হইয়াছে। আমরা সৰ্ব্বতোভাবে অভিল্যব করি যে পালিয়ারমেন্ট মহাসভা হইতে এই কুপ্রথাটী রহিত হয়। তাবত-বর্ষের সুবিধাত গবর্ণর জেনেরল লার্ড বেন্টিন, মনবো এবং গেটকাফ সাহেব প্রভৃতি মহামতিরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদযোগী ছিলেন।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে অন্যান্য আমলাগণের ন্যায় রামমোহন রায় অপমানিত ও অমান্য হইতেন নাই। তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এবম্বুকার অধারণে সায় এবং সুপ্রণালীর সহিত তদীয় কর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন যে অনতিদিনেই তাঁহার প্রাক্তন বৎসবানালিঙ্গ সঙ্কটে হইয়া তাঁহাকে নেওয়ারি পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। লোক-পরম্পরায় এমন কথিত আছে যে তিনি এই কর্ম্ম করিয়া ১০,০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের এক জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়টী সত্য হইলে স্বভাবতই এই অসাধারণ ব্যক্তির স্বভাবের উপর অস্তরকরণে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়টি যথার্থ কি অব্যর্থ তাহার মীমাংসা করা অতি সুকঠিন ব্যাপার। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাধুতা উৎকৃষ্ট-লোভকে নতশির করিয়া স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল, কি দ্বিতীয় বেকন সদৃশ তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি সত্ত্বেও তিনি দুর্নিবার অনিত্য ধন-লোভে মুগ্ধ হইয়া সুনিবীৰ্য দৌর্বল্যের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা করা আমাদেরই ক্ষমতাভীত। ফলেও ইহার বাধ্যর্থের কোন নিশ্চয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে রামমোহন রায় দেবতাবতীর--বিশেষ তুল্য অসাধারণ পন্থারদ্বারা বিভূষিত হইয়া সনাতন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং যে রামমোহন রায় দেওয়ানি পদে অধিকৃত হইয়া খ্রীষ প্রভুর সন্তুষ্টিবর্জন করিয়াছেন, যে রামমোহন রায় জ্ঞানরত্ন পরিপূর্ণ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থনিচয় তত্ত্বপিপাসু হইয়া তন্ন তন্ন করিয়াছেন, ও স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের ঐহিক ও পারলৌকিক নজল-সংপনের উত্তমোপায় পাইবার জন্য অনিরন্ত খ্রীষ বন্ধু বান্ধবের উপদেশাঙ্কাজ্ঞা কারিয়াছেন, এবং যে রামমোহন রায় রঙ্গপুরের কালেকটরি থুহে উপবেশন করত রোবকারী ও গায়মালা রচনা করিয়াছেন, যে রামমোহন রায় কাম্পনিক পৌত্তলিক গার্শ্বের সম্মুখোৎপাটনাভিলাষে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে রামমোহন রায় রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার মধ্যে চরিত্র বিষয়ে কর্মানুরূপ বিভিন্নতা ছিল কি না তাহার নির্ণয় করা কানাদিগের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বোধিলেও বলা যায়।

বাহাইউক, তাঁহার উৎকোচ-গ্রহণ-বিষয়ে কোন প্রশংসাই না থাকিতে, তিনি যে এ দোষে দুষিত ছিলেন না, ইহাই সমগ্রমণ হইতেছে। তিনি যে সেই সময়ে উৎকোচ গ্রহণরূপ পাপপিশাচীর মুঞ্চকরী ঐচ্ছিকালিক শক্তিতে আসক্ত না হইয়া, তাঁহা হইতে দূরে ছিলেন ইহাতে তাঁহাকে কতদূর পর্যন্ত সাধুরাদ মিতে হয় তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাবতই দুর্বল এবং পাপপক্ষে মগ্ন হইতে অতিমাত্র ব্যস্ত। তাহাতে আবার যদি তাঁহাকে (মনুষ্যকে) অতি উচ্চ-

দুঃখিত করত প্রধান ক্রমতা ভূবনে বিস্তৃত
করিতে অতি অল্প বেতন প্রদান করা যায়, যাহাতে
তাঁহার অত্যাবশ্যক বায় পর্যাপ্তও নিরীহ হইতে
না পারে, তবে কাজেকাজেই তাঁহাকে উৎকোচ গ্র-
হণ হইতে নিরুত থাকিতে বাধ্য করা নিতান্ত অস-
ম্ভব। লাভ কর্ণওয়ালিস্ তাঁরতবর্ষের শাসনকর্তা হই-
বার পূর্বে যেহ কারণ বশতঃ তৎসময়ের বিচারকর্তা
অর্থাৎ মেজেষ্টার কালেক্টর প্রভৃতি সাহেবগণ কোম্পা-
নির সাতিশয় হানি করিয়াও আগনাদিগের দনভূতাকে
চরিতার্থ করিতেন, আমলাগণ এইরূপে সেউহ কার-
ণের অধীন হওয়াতেই তদনুরূপ ফল ফলিত হই-
তেছে। স্বরূপতঃ বিচার করিয়া দেখিলে আমলা-
গণ যে উৎকোচ গ্রহণপর্বতজ হইয়া স্বীয় স্বীয় চরিত্র
যোর কলকে দূষিত করিয়াছে ইহা কর্তৃপক্ষের অবি-
বেচনার সমুচিত ফল বলিলেও বলা যায়। তাহা-
সিগকে যৎকিঞ্চিৎ বেতন প্রদান করিয়া অধিক ক্রমতা
অর্জন করিলে তাহারা ২।১ জন ব্যতীত সকলেই যে
অসম্মান্য অবলম্বন করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? স-
ম্প্রতি পুলিসের আমলা এবং পদাতিকগণের বেতন
বৃদ্ধি হওয়াতে বোধ হয় যে, আগনাদিগের রাজপু-
ত্রেরা, এই কুপ্রথা নিবন্ধন গরলময় ফল উপায়
হইয়া তাঁরত ভূমিকে যে পাপপঙ্খের নর্দমা স্বরূপ
করিয়াছে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই-
রূপে আগনাদির নিতান্ত অভিশাপ যে তাঁহারা অন্যা-
ন্য আফিসের কর্মচারিদিগের প্রতিও এইরূপ কল্যা-
চরিত্র করেন। এইরূপে অনেক আফিসের সেরেস্তাদারি

এবং পেশ্কারদিগের যজ্ঞপ ক্ষমতা তজ্ঞপ কব্ধি
 তাঁহাদিগের বেতন নহে। এমত অনেক জেলার
 নাম করা যাইতে পারে যে তথাকার সেরেক্সাদার
 দিগকেই প্রকৃতরূপে মেজেষ্টর, কালেক্টর এবং জজ-
 দিগের কর্ম সম্পাদন করিতে দৃষ্ট হয়। সুতরা
 আমলাগণ সচ্চরিত্র হইয়া, ভারতবর্ষ ন্যূন উৎকোচ
 গ্রহণরূপ স্বাক্ষরীকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, এ
 আভিলাষ করার পক্ষে তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করা
 অতীব আবশ্যক।

রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগবি সাহেব যতই রাম-
 মোহন রায়ের স্বভাব চরিত্র জ্ঞাত হইতে লাগিলেন
 ততই তিনি তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞা ও প্রণয় প্রকাশ ক-
 রিতে লাগিলেন। পরিশেষে এমত হইয়া উঠিল
 যে তাঁহার উভয়ে অকৃত্রিম প্রণয়-পাশে বদ্ধ হই-
 লেন। তাঁহার বাঙালি এবং ইংরেজি শিক্ষায় পর-
 স্পার পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ
 রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবকে বঙ্গভাষা এবং ডি-
 গবি সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা
 দিতে লাগিলেন। পরে, বহুদিবস অতীত হইল,
 ডিগবি সাহেব ইংলণ্ডে প্রস্থান করিয়া নিম্নলিখিত
 মতে রামমোহন রায়ের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন।

“আমি রাজকার্য্য বিষয়ে যে সমস্ত পত্রাদি লিখি-
 তাম রামমোহন রায় তাহা অতি মনোযোগ ও পরি-
 শ্রমসহকারে পাঠ করিতে এবং আমার স্বজাতীয় ব-
 ল্লদিগের সচিত্র সর্বদা কথোপকথন ও পত্রাদি লিখি-
 কাতে, ইংরেজীভাষায় তাঁহার অবস্পৃকার ব্যুৎপত্তি

হইয়াছিল যে তিনি অত্যন্ত সুস্মানুস্মরূপে ইংরেজী ভাষা কখনে এবং লিখনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংরেজীভাষায় লিখিত অনেক সম্বাদ-পত্র পাঠ করিতেন”।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামমোহন রায় ক্রমে রত্নপুর, ভাগলপুর এবং রামঘর প্রভৃতি জেলায় অবস্থিতি করিয়া, উক্ত বর্ষেই কলিকাতা নগরীতে বাস করা আরম্ভ করিলেন। তিনি নগরের পূর্বদিকে সারকুলার রোডের নিকটে, চতুর্দিকে উদ্যান বেষ্টিত একটি মনো-রম বাগী ক্রয় করিয়াছিলেন। জনকোলাহল এবং টাংগিরিক চিন্তা হইতে অবসৃত হইয়া নিরঞ্জন এবং প্রাকৃতিক শোভা বিশিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করত, পদার্থবিদ্যার আলোচনার এবং ধর্ম্য কর্মে অনুকূল রত থাকার বাসনা সর্ব সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধবর্তী ছিল। এইক্ষণে ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সেই মানস পূর্ণ করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যালোচনা বিষয়ে তাঁহার অসামান্য আগ্রহ এবং যত্ন ছিল। তিনি প্রায় সকল সময়েই বলিতেন যে মনুষ্য নাজেরই, একরূপ ভাষা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিয়া, প্রকৃতি-চর্চা-নিবন্ধন অপার আনন্দ সন্নিবেশ সম্ভরণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। তাঁহার অনেক বন্ধুর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন যে “আমি এইক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার নিত্য বাসনা যে কোন নির্জন কুঠীতে অবস্থিতি করত বেদান্ত এবং মেগনতিঃ গ্রন্থ অধ্যয়ন করি”।

পারস্যভাষার একজন সুবিখ্যাত কবি মৌলামারসি-কর্ক

সংসারের চিত্তাৱশি হইতে অবসৃত হওয়া, নির-
বস্থিৎ শাস্ত্রালোচনাতেই জীবনকাল পর্যাবসিত করা,
জনশূন্য গভীর অরণ্য মপ্যে অবস্থিতি করত প্রকৃতি
পর্যালোচনা করা এবং জগদীশ্বরের চিত্তা করা, এবং
কি উপায় অবলম্বন করিলে মোহাক্ষ দেশীয় জনগণের
ঐহিক পারত্রিক সুখের উন্নতি হইতে পারে সেই চি-
ন্তায় নিগম্য থাকি, ইত্যাদি বিষয়েই মানববর্ণের
বার পর নাই মুখলাভ হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন
রায়ের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কি সভ্য-দেশীয়
লোকনিচয়, কি অজ্ঞানারূত অসভ্য মানবকুল, সকল-
কেই সত্তত বিষয়কর্মে এবং সংসারের ব্যস্ততাতে
অতীব ব্যাকুলিত দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার এই
দৃঢ় জ্ঞান ছিল যে ঐ সকল সামান্য বিষয়ে কখন
মনুষ্যের সকল জীবন পর্যাবসিত হওয়া বিধেয় হইতে
পারে না। “মনুষ্য অবশ্য কোন মহৎ এবং বৃহত্তর
উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই রসভূমি পৃথিবীতলে মৃষ্ট
হইয়াছেন, কেবল ধনোপার্জন জন্য নহে” এই মুখা-
নয় নীতিটী তাঁহার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম ছিল এবং
তদনুরূপ কার্য্য করিতেও তিনি এক দিন পরাজ্য হু
হয়েন নাই। তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে মনু-
স্যের হৃদয়ক্ষেত্র স্বভাবতই নানাবিধ সদগুণের বীজে
পরিপূর্ণ, সুতরাং উপযুক্ত মতে যত্ন করিয়া তৎসক-
লকে বর্দ্ধিত না করিলে তিনি কখনই প্রকৃতরূপে
সুখী হইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই

এই গ্রন্থ রচিত হয়, ইহা কেবল ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জীবন
যাত্রা নির্দেশক ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ।

প্রগতি বিধান ছিল যেমনুষ্যের মনোমধ্যে যে বল-
বত্তী মুখ-সঙ্কোচের ইচ্ছা আছে তাহা এই পৃথিবীর
কণহারী অল্প-সমুদ্র মুখতোলে কখনই চরিতার্থ
হইতে পারে না, অনন্তকালের বিস্তৃত মুখ এবং
সেই জগৎ-অন্তঃ সর্বব্যাপী মহাপুরুষের ধ্যান এবং
তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ ব্যতীত কখনই সেই বলবত্তী
তোলেচ্ছাকে নিবারিত করিতে পারা যায় না।

(ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগরীতে রামমোহন রায়
বাস করাতে, বহুসংখ্যক তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতগণ
তাঁহার নিকট একত্রিত হইলেন। মিকে দ্রব্যের চতু-
ষ্পাদে বঙ্গপ্ৰাণী পিপীলিকাগণ একত্ৰ হয়, স্পর্শ-নগ্নির
আকর্ষণ-প্রভাবে চতুর্দিকস্থ লৌহখণ্ড সমুদ্র
বঙ্গপ্ৰাণী একস্থানে আনীত হয়, তাঁহার আলোক সা-
মান্য প্রভাব প্রভাবে শীতল বাত্মি যাহেই তাঁহার
নিকট সমাগত হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি
দেশীয় ধর্ম সংশোধন করিতে প্ররত হইলেন। এই
সময় হইতে জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত প্রাণপণে
এই মহত্বদেখা সাধন জন্যই তিনি নিয়ত রত ছি-
লেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি প্রাত্যহ, কি সায়াংকাল
সকল সময়েই কেবল দেশের ধর্মোন্নতি জন্য তিনি
ব্যগ্র থাকিতেন। শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুগণ পর্যায়ক্রমে
পরিবর্তিত হইল, পক্ষ দ্বাস প্রভৃতি সময়কালের
বধা নিবন্ধে অনবরত পরিভ্রমণ করিয়া যত কষ্ট সন্নি-
দন করিল, অপর্যায় প্রভৃতি পদ্ধতিক্রমে দিবাক-
রতে প্রদক্ষিণ করত বর্ষের পরিভ্রমণ করিল, কিন্তু তা-
ঁহার অসামান্য ব্যয়তা ও পরিভ্রমণের শেষ হইল না।

তিনি মহাসম্মত করণে পরিশ্রম এবং শারীরিক ক্লেশের
মস্তকে পদার্পণ করিয়া, আপনাকে পরোপকার গুণের
কীৰ্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দিনে দিনে উন্নত করিতে লাগিলেন।

আহা! মহৎ ব্যক্তিগণের কার্যকলাপের আলোচ-
নায় কি অনির্কটনীয় বিমলানন্দের উৎস উৎসারিত
হয়। তাঁহারা জগতের হিতসাধন রূপে ক্লেষকে
ক্লেষজ্ঞান করেন না, পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোধ করেন
না, প্রত্যাহার্য্য অসুবিধাকে আত্মপ্রসাদের হেতু-
জ্ঞানে তদ্বিকল্পন বিমলানন্দ-স্রোতে তামসমান হইতে
থাকেন। তাঁহারা জীবনের জীবন, সৰ্ব্বশ্রম, সৰ্ব্ব-
শক্তিমান পরম পিতার অতিশ্রেষ্ঠ কর্ম্মে জীবন-দ্বাপন
করিতেছেন এই বলিয়াই তাঁহাদিগের মানসাকাশ
বিমল কিরণকণা-বিশিষ্ট আনন্দরূপ পূর্ণ শশসরের
কিরণ নিকরে পরিপূর্ণ হয়।

মহানিষ্ঠের শৌভলিকার্থ্য এতদেশস্থ ব্যক্তি মাত্র-
কেই অবলম্ব্যকার আশ্রয় করিয়া রাখিগাছে যে কোন
উপায়ে এবং কিপ্রকারে জগৎপিতার উপাসনা করি-
তে হয় তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়জন্মই নাই। তাঁহারা
উপাসনা কালীন কতকগুলীন সংস্কৃত-শব্দ উচ্চারণ
করেন, কিন্তু তাহার অর্থ কি? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলেই এককালীন বাকশূন্য হইয়া পড়েন। কি
আশ্চর্য্য, যে "গায়ত্রী" পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণ
মাত্রেয় জল গ্রহণ পর্য্যন্ত হয় না, সেই গায়ত্রীর অর্থই
তাঁহাদিগের মধ্যে অসংখ্য জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা
বেশব্রাহ্মণস্বারে চলিয়া থাকেন। কিন্তু সে স্বারের
কোন দোষ নাই। হইতে পারে না, যেহেতু

প্রদর্শনাভ্যে এমত উক্ত আছে যে “সার্থ গায়ত্রী” না জানিলে, কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নামের বেণী হইতে পারেন না”। আমরা খাছা বলি তাহা যদি না বুঝিতে পারি তবে সে বলাতে যে কি প্রকারে জানা-দিগের মনের ভাব প্রকাশ হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা মুকটিনা।

উপরি উক্ত কুশ্রণা সকল নিবারণ করত মানব-মণ্ডলীর মনে নির্গণ ব্রাহ্মের মহৎ ভাবের উদয় করিয়া দেওয়া, মহাত্মা রামমোহন রায়ের একমাত্র উদ্দেশ্যোদ্দেশ্য ছিল। পৌত্তলিক ধর্মরূপ নীতিরূপের সমূলোচ্ছেদ করিবার, সমাভিন ব্রাহ্মধর্মের সাহায্যে সমস্ত জগৎপতাকা দেশযথো উজ্জীন করিবার, এবং পরকালে যে রক্তকন্দীনুসারে সুখ দুঃখ বিধান হইবে সেই বিষয়ে অনুজমানে দৃঢ়কপে স্থাপিত করিবার জন্যই যেন তিনি জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিন্যাস পূর্ণ করণার্থে তিনি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, এবং জীবনকাল সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবিধ সম-গুণে এবং সহস্রাহসে সন্তোষকর পরিপূর্ণ থাকা হেতু তিনি যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বক উত্তীর্ণ হইতে পারা হই-য়াছিলেন। পরোপকার করণ এবং দেশের উন্নতি সাধন জন্য তিনি যে পরিমাণে ধনব্যয় করিয়াছিলেন তাহা মনে করিলেই অতীবতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়। কোন দেশের কোন ধর্ম-সংশোধক ব্যক্তিই তন্মায় অধাবসায় মহাকারে এবং অকপটকপটে পরিগ্রহ করেন নাই। ভক্তের ভক্ততা, সংসারীর বিব্রতকতা, বিদ্বানের গাভীর এবং ধর্ম-প্রচারকের

অসাধারণ অধ্যবসায় কখনই এক শবীরে এমনত উদ্ভগ
রূপে সমঞ্জসীভূত দৃষ্ট হয় নাই।

বেদান্তশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি সর্ব-
সাধারণ সমীপে প্রথমে গ্রন্থকর্তারূপে পরিচিত হই-
য়াছিলেন। বেদের অনেক কঠিন বিষয়ের দীক্ষা এবং
মারতীয় হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের চূড়ক এই বেদান্ত গ্রন্থে
সঙ্কলিত আছে। এই গ্রন্থ অসামান্য মানসিক শক্তি-
সম্পন্ন ক্ষুদ্রপায়ন যাদবদেব কর্তৃক রচিত হয়। উক্ত
গ্রন্থকর্তার মানসিক শক্তির বিষয় পর্যালোচনা করি-
লে এককালীন আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। সংক্ষেপে
অনেক উত্তম গ্রন্থ ইহার দ্বারা প্রণীত হইয়াছে।

বেদান্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকায় তৎ-
পাঠ নিবন্ধন বিপুল দুঃখভোগে অনেকেই বঞ্চিত
ছিলেন। অতএব রামমোহন রায় এই গুরুত্ব বঙ্গ-
ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে অসমদার কীদৃশ উপকার
করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিয়দিবস
পরেই তিনি উক্ত ভাষায় এই গুরুত্ব অনুবাদ করেন।
পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অসামান্য এবং উৎ-
কৃষ্ট গুরু ইংরেজি ভাষায় পরিণত করিয়া ইংরেজ
দিগকেও ইহার পাঠ জনিত সুধাপানে সক্ষম করিয়া
গিয়াছেন। বেদান্তের ইংরেজী অনুবাদের ভূমি-
কাতে এক-ব্রাহ্মবাদীদিগকে সন্মোদন করিয়া তিনি
যে একটা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এমনত উৎ-
কৃষ্ট এবং মধুর যে এতলে তাহার উল্লেখ না করিয়া
কোন ক্রমেই বিরত থাকিতে পারিলাম না।

(১৬ পৌত্তলিক ধর্মাক্রান্ত অনেক ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য

হিন্দুরা তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে সম্যক
অক্ষম। এ বিষয়ের যৌগাৎনা জন্য তাঁহাদিগকে প্রমত্ত
করিবে, তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় এবং জ্ঞান সম্রাট কোন কারণ
না দর্শাইয়া কেবল তত্ত্ব পিত্তা পিতামহাদি উক্ত
প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন এই মাত্র বলিয়া
থাকেন। আমি সন্মত। পরমেশ্বরের পাসনা
জনা পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহা-
দিগের মধ্যে অনেকে আনাকে যুগ্ম করিয়া থাকেন;
এমন কি, অনেকে শত্রুও আচরণও করিয়া থাকেন।
ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার সম্যক বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অতি
প্রাচীন সময়ে যুনি ঋষিরাও এই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।
তত্ত্বপূজ্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ্য প্রমাণ করণ এবং
আমার দেশস্থ জ তুর্গণ যে ভ্রমপূর্ণ অমূলক পৌত্তলিক
ধর্ম্মে আবৃত্ত রহিয়াছেন তাহার অবসার্বতা প্রতিপন্ন
করণ জন্য, কএক বৎসর অবাধ আমি অনেক বক্তৃতা
করি। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপন্ন
করিয়া গিয়াছে, সত্ত্বেও যে আমার ব্রাহ্ম হওয়া উপ-
লক্ষে তাঁহারা আমার অনেক নিন্দা ও অপবাদ করিতে
ছেন; তাঁহাদিগের অবস্ফুর্ত আচরণ যে নিতান্ত
ন্যায়াবিরুদ্ধ সেটী সপ্রমাণ করাও আমার এক প্রাথমিক
উদ্দেশ্য।

“বেদ গ্রন্থ প্রভৃতি বলিয়া ইহারা বাখ্য্য করেন।
বেদমধ্যে হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারপ্রণালী এবং
সাহিত্যাদি শাস্ত্র সকল একত্রিত আছে। এ গ্রন্থ অতি
বৃহৎ এবং ইহার রচনা প্রণালী অতি কঠিন ও চূড়ান্ত।
তন্মধ্যে ইহার অনেকাংশ উক্তরূপে বোধ্যমান হয় না,

এবং এক স্থানে এক মত ও অন্য স্থানে তদ্বিরুদ্ধ বোধ
 তথ্য। অস্থান ২০০০ দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল,
 ক্যাসদেব ইহার রচনাকাঠিন্য বিবেচনা করিয়া অপে-
 ক্ষাক্ত সহজ ভাষায় তাহার নীমাংসাদি করত সঙ্ক্ষে-
 পে অন্য এক গুরু রচনা করেন। এই গুরুর নাম
 বেদান্ত। বেদান্ত শব্দটি যোগকৃত 'বেদ' ও 'অন্ত'
 এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ হইতে ইহা নির্মিত হইয়াছে।
 ইহার অর্থ "বেদের মীমাংসা।" হিন্দুরা এই গুরু
 জ্ঞাত্য মান্য করিয়া থাকেন, এমন 'ক তাঁহাদিগের
 সমক্ষে এই গুরু বেদতুল্য পূজা ও আদরণীয়। কিন্তু
 বেদান্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং ব্রাহ্মণ ন্যাত্ত
 অন্য কোন জাতি ইহা স্পর্শ করিতেও অক্ষম, সুতরাং
 এতদগর্ভস্থ মতাদিও জ্ঞাত নহেন, এই বিবেচনায়
 আমি ইহা প্রচলিত ভাষাদিতে অনুবাদ করিতে হস্ত-
 সঙ্কল্প হইয়াছি।

"হিন্দুবা সকলে এই গুরুানুসারে আচরণ করিতে
 যে বিমুখ রহিয়াছেন, বোধ করি, এই গুরুর সমুদায়
 মত তাঁহারা জ্ঞাত নহেন, তজ্জনাই সেন্টি যটিয়াছে।

"সদ্ব্যবহৃত ধর্ম প্রতিপন্ন করণে নিতান্ত অভি-
 লষী হওয়াতে, উক্ত গুরু বঙ্গ এবং হিন্দুস্থানী ভা-
 ষায় সাধ্যানুসারে অনুবাদ করিয়া বিনা মূল্যে উক্ত
 গুরু নিচয় মদেনীয় সর্ব সাধারণ জনগণকে প্রদান
 করিয়াছি। এইকণে এ গুরু ইংরেজী ভাষায় পরি-
 নত করণে আমার মানস এই যে ইউরোপস্থ বন্ধুবর্গও
 জ্ঞাত হইতে পারেন যে হিন্দুরা যদিও নানা-
 প্রকার পুতল পূজা করত হিন্দুধর্ম এককালীন যুগ

করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাপি তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের
একপ মত নহে ।”

“অনেক ইংরেজী গ্রন্থে একপ উক্ত আছে এবং
অনেক ইংরেজেরা একপ বলিয়া থাকেন যে হিন্দু বা
পরমেশ্বরের এক এক গুণকে এক এক প্রকার কল্পিত
রূপ প্রদান করত তত্ত্ব পূজা করিয়া থাকে । স্বরূপ
পতঃ একপ নহে । একগকার হিন্দুদিগের মনে এমন
কোন ভাবই নাহি । তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে
যথার্থই বহুসঙ্খ্যক দেব দেবী স্বর্গনামক কোন বিশেষ
মুখাবহ স্থানে বর্ত্তমান আছেন, এবং তাঁহাদিগের
প্রত্যেকেরই ঈশ্বরত্বের ক্ষমতা আছে । তন্মধ্যে
দেবতা বিশেষকে সন্তুষ্ট করিয়া তদনুগ্রহের পাত্র হই-
বার জন্য তাঁহারা সেই দেবতার উদ্দেশে মন্দিরাদি
স্থাপন এবং নানাপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকেন । কিন্তু দেব দেবীরা তাঁহাদের বিবিধ
গুণের অনুরূপ, তাঁহারা সেই জগদীশ্বরের উপাসনা
 করেন না । আমি ইহা স্বীকার করি বটে, যে
পরমেশ্বরের বিবিধ শক্তিকে স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিবার
প্রথা হইতেই এই কাম্পনিক পৌত্তলিকধর্ম্মের উৎপত্তি
হইয়াছে, কিন্তু এইগকার হিন্দুরা সে বিষয় কিছুই
অবগত নহেন, এমন কি তাহার মধ্যে কোন বাস্তবকে
উক্তরূপ প্রকৃত কথা বলিলে তাহার ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া
নানাপ্রকার কটুক্তি করিয়া থাকে । আমার বাসনা
এই যে আমি এ প্রকার বলিতে বলাই এমনতর
অনুরূপ না করেন যে কেবল আমার মত প্রতিপন্ন করিবার
নিমিত্তেই আমি একপ বলিতেছি । জগদীশ্বরের

প্রকৃতি ও স্বরূপ বিষয়ে যতই অধিক বাগাড়ম্বর করা যায় ততই আরও কঠিন বোধ হইতে থাকে । তৎ-
 প্রতি কারণ এই যে, যে সকল বিষয় আমাদের ইন্দ্রি-
 যের গোচর হইতে পারে কেবল তাহারই স্বরূপ নিরাক-
 রণ করা যায়, তদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর গদার্থের
 স্বরূপ নির্দিষ্ট করিতে পারা যায় না । আমরা কেবল
 এইমাত্র বলিয়া যে বস্তুটি অজ্ঞাত বিচারে এবং ব্যক্তি-
 গাত্রেই স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারে এই বিশ্বজগতের সৃজন
 ও পালনকর্তা অনাদি অনন্ত জ্ঞান-সম্পন্ন এক পুরুষ
 আছেন এমত প্রতীতি জন্মে, তবে তৎসঙ্গে আমাদের
 ইহাও বিশ্বাস করা কর্তব্য যে সেই পুরুষ সর্বশ-
 ক্তিমান এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর ।
 যদিও সূর্যেরা এবং কোনও বিদ্বানু কুসংস্কারাশ্রিত
 ব্যক্তিরা কোন ইন্দ্রিয়গোচর গদার্থকে সর্বশক্তিমান
 অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহাতেই তাহা-
 দিগের অসঙ্গত ন্যায্যবিরুদ্ধ আচরণ যে স্বার্থ, এমত
 কাহারো বিবেচনা করা কর্তব্য নহে ।

“ভারতবর্ষে এই অমূলক বেদবিরুদ্ধ পৌত্তলিকধর্ম
 প্রচলিত থাকিতে যে অশেষপ্রকার অশুভ ভোগ
 ক্রিতে হইতেছে, নানাপ্রকার হানিজনক বিষয়ের
 উৎপত্তি হইতেছে, সমাজিক ঐক্য বিষয়ের নানাপ্র-
 কার প্রতিবন্ধক জন্মিতেছে এবং উপচিকীর্ষাদি ভ্রুতি
 সঞ্চালনের অশেষবিধ বাঘাত হইতেছে, ইত্যই হুঁচু,
 আমি মনুষ্যত্ববর্গকে ভ্রমনিভা হইতে উদ্ধৃত করিবার
 জন্য বস্তু করিতে অতীব বাগ্র-চিত্ত হইয়াছি । তাহার
 যদি কোনক্রমে বেদান্ত-শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইবে

পারেন তবে নিঃসন্দেহ সেই সর্বব্যাপী, সর্বনিষ্কল
নিরবয়ব জগদীশ্বরের একত্ব এবং সর্বব্যাপিত্ব জ্ঞাত
হইতে পারিয়া, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করত মানব-
জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারিবেন ।

‘আমি ব্রাহ্মধর্মের জন্মগ্রহণ করিয়া, হিতাহিত
জ্ঞানে এবং অকপট ও স্মারক বিচারে যে পথ অবলম্বন
করিতে আত্মকে উপদেশ প্রদান করে, সেই পথ
অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করাতে, দেশীয় বাস্তববর্ণের,
এমন কি, আপন’র অতি-নিকট বন্ধুবান্ধবদিগেরও
মিন্দার এবং কটুক্তির ভাজন হইয়াছি । আমার
সমিষ্ট সম্পর্কীয় এমন অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন
যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম আশ্রয় করিয়া যশ, মান, এবং
ধনার্জন করিতেছেন । সুতরাং আমার একপ
আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে কতপ্রকার প্রতিবন্ধক
দর্শাইতেছেন এবং তজ্জন্য আমাকে যে কত ক্লেশ
সহ করিতে হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য । যাহা
হউক এবম্পকার যত প্রতিবন্ধকই উপস্থিত হউক না
কেন, আমি একটি বিখ্যাস অবলম্বন পূর্বক সে সকলই
প্রশাস্তি চিন্তে সহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি ।
জগদীশ্বরের রূপায় অবশ্যই এক দিন সে দিনের
উদয় হইবে, যখন এ দিনের অকপট যত্ন এবং অধ্য-
বসায় ন্যায়-সম্মত বলিয়া জনসমাজে গ্রাহ্য হইবে ।
এমন কি, এমন আশা করিলেও করিতে পারি যে,
কত জন সক্রতজ্ঞ চিন্তে আমাকে স্মরণ করিবেন । যে
বাস্তবই কেন যাহা বলন না, এই দৃঢ় বিশ্বাস-নির্বন্ধন
অপার আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে কেহই

সক্ষম হইরের না। যে অনাথন'ধ জগদীশ গোপন
অবস্থিতি করত সকলের অন্তর দর্শন করিয়া প্রকাশ্যে
তত্তৎ কৰ্ম্মানুযায়ী ফল বিধান করেন, তিনি অবশ্যই
আনাকে গ্রহণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

নানাবিধ ভাষায় বেদান্ত অনুবাদিত হইয়া প্রচার
হইলে রামমোহন রায় “কলৌপনিষদ” নামা সাম-
বেদের একাধার বিখ্যাত শঙ্করাচার্যের তীকানুরূপ
বাক্যলা এবং ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত করিলেন। এই
অনুবাদের দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে
পরমেশ্বর এক এবং সৰ্ব্বশক্তিমান। বেদ সাধারণতঃ
তুই ভাগে বিভক্ত। ১. জ্ঞানকাণ্ড। ২. কৰ্ম্মকাণ্ড।
কৰ্ম্মকাণ্ডে পঞ্চভূতের পূজা এবং বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের
অনুষ্ঠান করিতে বিধি আছে। জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষদ
সকল বাহার অঙ্গ, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং
তত্ত্বনিচয়ের বিষয় বর্ণিত আছে। কৰ্ম্মকাণ্ড এবং পুরা-
ণাদি প্রতিপাদ্য দেব দেবী পূজা এবং অনর্থক বাগাড়-
হবাদি যে বেদের সর্বোৎকৃষ্ট উপনিষদের সম্যক
বিধি বিরুদ্ধ, সেই বিষয়টী পৌত্তলিকদিগের হৃদয়ঙ্গম
করণোদ্দেশে রাক্ষা রামমোহন রায় উপনিষদ সকল
নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।)

বেদান্ত দৃষ্টে বিচার করিলে ব্রহ্মের বহুত্ব কোন
ক্রমেই প্রতিপন্ন করা যায় না, বরঞ্চ ব্রহ্ম যে এক এবং
বহু নহেন তাহারই স্ফুরিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
এই সর্বোৎকৃষ্ট সনাতন ভাবটী জগতের সকলের
মনে অবিচ্ছিন্ন হইয়া মৰ্য্যাদা রামমোহন রায়ের এই
প্রণীত মানস ছিল। এই মহাপ্রাণের কৃতকার্য

হওন জনা তিনি যে কি পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াছিলেন তাহা লিপিকার্য্য ব্যক্ত করা সুকঠিন। রামমোহনের কঠোপনিষদের ভূমিকামধ্যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন "আমার সম্যক্ বিশ্বাস হইতেছে যে এই সকল গ্রন্থ পাঠে মনোযোগ বিশুদ্ধম্মপরাধন ব্যক্তিমাজেই ব্যক্ত পাবিবেন যে তাঁহাদিগের ব্যবহৃত্য্য আপনঃ ধর্ম্মশাস্ত্রেই ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুতরাং এতী সম্যক্ৰূপে জ্ঞাত হইতে পারিলে, ইহা নিঃসন্দেহ ভরসা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্ব স্ব চিত্তবৃত্তিতে কুসংস্কারে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না।" আচ্ছা! তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ কি মনোহর অশ্রুশোভা ধারণ করিবে! তখন আর তাঁহারা ক্ষদ্র-বিশীর্ণের সহমরণে ধর্ম্ম ত্যাগ দলিয়া প্রজ্ঞা করিবেন না, গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ করিলে অর্ধলাভ হয় বলিয়া কাহার বিশ্বাস থাকিবেক না, এবং দেবতা বিশেষের নিকট সর্ব্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিবেন না।")

(এই নহন আশাবলম্বন করত তিনি বহুশ্রমে ও যথোচিত অধ্যবসায় সহকারে যজুর্বেদান্ত কঠোপনিষদ এবং অথর্ব বেদান্তর্গত সুশুকোপনিষদ বাজাল। এবং ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করত, নিজবায়ে তত্ত্বাবধ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণ মধ্যে বিদ্যমানতা বিস্তারণ করিতে লাগিলেন।)

উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় দুইই হিন্দুসমাজ একত্ববান করতানিবর্ত্ত হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা রামমোহন

রায় যুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের চিরাগত এবং লোকপ্রিয়
 কাপ্পলিক ধর্ম অনুসর ও অমূল্য ন্যায়কে করিতে,
 কুমন্ত্রার-পরিত্রা পণ্ডিতমণ্ডলী এবং মাতলদেবী
 লাক্ষ্মণ্য বাদুদেব একবারে খড়া হস্ত করিয়া উঠিলেন ।
 সকলে বসিতে লাগিলেন, হাতী । অনানি অনর্থ বেদ
 বেদান্ত, বাহ্য, কেবল ডাক্তার বাতীত অন্য কোন বস্তু
 স্পর্শমাত্র করিতে পারে না, তাহা মর্শ্বসমীপে প্রমা-
 শিত হইল । হেতুজাতি পর্য্যন্ত এই সকল পাঠ করিতে
 লাগিল । ধোর কলি উপস্থিত । সকল স্মৃতিস্মৃতি এককালে
 বিনাশ প্রাপ্ত হইল । লোকমান্য ও পণ্ডিতপ্রিয় ন্যায়-
 গণের দৈবত্বখানায় এবং প্রত্যেক স্মৃতিস্মৃতির চতু-
 স্পাটীতেই কেবল এই জ্ঞান, এই জ্ঞান এবং রাম-
 মোহন রায়ের প্রভাব ও আচরণ করিয়া তবে বিতর্ক
 হইতে লাগিল । তেহই ইচ্ছাও করিতে লাগিলেন, এ
 রামমোহন রায়ের কি অসাধারণ শক্তি ! যে বেদ
 অ'মরা মর্শ্বপ্রায় বজিয়া মান্য করি তদ্বারাচৈ দেব
 দেবীর স্মরণ বিদ্যবিভক্ত বজিয়া সপ্ৰমাণ করিয়াছে ।
 এ কি অসাধারণ দৃষ্টি ! বিচারে কি সাহসে কিছুতেই
 কম নহে ! অন্য রামমোহন রায়, ই'হার মাতাটি বহু-
 গাভী সাদে উচ্চা হইতে পারেন ।

যাহাউক তাঁহাকে যে প্রণাম করে এমনত লো-
 কের সম্মান অতি অ'প দিল । তাঁহার বিপক্ষদের
 সম্মান এত অ'দিক দৃষ্ট হইয়াছিল যে তৎসঙ্গে তুলনা
 করিলে, সপক্ষদিগকে গুণনার মতোই আনিতে হয় না ।
 কেবল প্রাক্কণ নয়, শূদ্রজাতিরাও তাঁহাকে নিম্পীড়ন
 করণাভিপ্রায়ে সকলে একমন এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই-

জেন। কি ইন্দ্রিয়িক, কি মৌলিক, কি পৌরানিক, কি নাস্তিক, সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে হুজোড়োলাল করিতে মজ্জপ করিলেন। শ্রোতাদি কোন মহা মহা-বোহের সভা-বিবেচনায় সকল একত্র হইয়া এই বিষয়ে-রই বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ভট্টাচার্য মহাশয়ের; যদিও অঙ্কুরে রামমোহন রায়ের বেদাদি শাস্ত্রাণ্ডায়ন এবং যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের উত্তমাদিকার বিবেচনায় এবং আপনামিগের চিকিৎসিত জ্ঞান ও যুক্তির উপদেশে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া জ্ঞান করত তৎপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের উপাধি উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তথাপি সংসাহসে হীনকন্যা এবং লৌকিক ভয়ের অনুপ্রোধে প্রবাস করিতেন “হা, রামমোহন রায় কোথা হইতে বেদাদি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এই আনন্দের কারণ হইয়া উঠিল! কি আপদ, শূত্রাদি নীচ জাতিও এ-মত অনায়াসে উচ্চারণ করিতেছে! আর কি মজল আছে, সকলেই উচ্ছিন্ন হইল।”

যে সময়ে “ব্রাহ্মধর্ম” এই কথাটিও ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল না এবং যে সময়ে অজ্ঞানত্ব, ইংলণ্ডের বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রবলতা দূরে থাকুক, লক্ষ লোকমাধ্যগতে এক জন ইংরেজী ভাষার সহস্র কথাযুক্ত জানিলেই ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই কয়ানক অজ্ঞান-তিনিরাহ্ন সময়ে যে মহাত্মা বেদবেদান্ত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র-অলিনিধি সম্বন্ধ করত ব্রাহ্মধর্মরূপ সুখার উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি কেমন মহান; কত প্রশংসার এবং কত কৃতজ্ঞতার পাত্র!

“ইতিহাস গেজেট” নামা সমাদপক্ষে রামমোহন রায়কে যে “বঙ্গসংশোধক” বর্ণিত। ব্যক্তি করিয়াছিল তৎকালে মাত্র কয়েক শব্দর উল্লেখ। নামা জটিল পণ্ডিত লিপিদ্ধার, ব্যক্তি করিলেন যে, রামমোহন রায় যে সকল বিষয় লিপি বদ্ধ করিয়াছেন এবং ত্রুটির একত্র নিম্নে ধর্মবেদান্ত ইত্যে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করত তদন্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে সকলই যত্ন, অধ্যয়ন সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জনাই, তিনি যে এই মতটী স্থতন প্রচার করিলেন এমত বলা যাইতে পারে না। “যাহাউক তিনি এসকল স্বীকার করিয়াও পৌত্তলিকপন্থী বঙ্গীয় রাষিতে যত্নের ক্রটি করেন নাই। তিনি নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুরাণোক্ত সকল দেবদেবী পৃথকরূপে বর্তমান আছেন এবং তাঁহাদিগের অতুল্য অর্চনা করাও বিবিধমাত্র। এই সকল বিশ্বাস করাইবার জন্য তিনি যে সকল সূক্তি ও কারণ দশাইয়াছিলেন তদ্বাধ্যে প্রধান এই যে, যেমত ব্যক্তিদ্বারা এই কোন পুণ্যক্ষেত্রে সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে একবারে তৎসমক্ষে উপস্থিত না হইয়া সর্বপ্রথমে তদ্বাস্তাব্যাদির সহিত চাক্ষুষ করিতে হয়, এবং কোন ব্যক্তি অতুল্য জটিলকারিশেবে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে এককালে লক্ষ প্রদান না করিয়া যেমত একাদিক্রমে সোপানশ্রেণীতে পদ বিক্লেপ করে, তদ্রূপ জগদীশ্বরকে প্রাপ্ত হইতেও সর্বপ্রথমে দেবদেবীর অর্চনা আবশ্যক করে।

এই আপত্তি প্রাপ্তিমান রামমোহন রায় তৎকালে এক গুরু রচনা করিলেন, তদ্বাধ্যে এই লিখিত হইয়া-

রামমোহন রায় :

ছিল যে “রামমোহন রায়দেবের সম্পাদক ধর্মসংশোধক এবং নবায়ন-প্রচারক” বলিয়া যে ব্যক্তি করিয়াছিলেন তাহা আমার নিত্য অন্তিমত। উক্ত দুই নাম হইতে যে মনোজাত হইতে পারে আমি কখনই ভীতাকাজী নহি। “নবায়ন-প্রচারক” এই নাম আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া যে আমি তজ্জন্য আপনাকে গৌরবান্বিত নহে করিয়াছি এমত কখনই নহে, যেহেতুক সন্দেশীয় ব্যক্তিগণেই আমাকে এই মান প্রদান করুক, বহুদল মিত্রপন্থা করিয়া থাকেন। পরন্তু দেবদেবী পূজা বিষয়ে মহাশয় যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তদ্বত্তরে আমার এই বক্তব্য যে; বেদবেদান্ত মধ্যে অনেক বচন আমি দর্শাইতেছি, যাহাতে পৌত্তলিক ধর্মের কাল্পনিক স্বর্গাবৎ দেবীপাশান প্রকাশ পাইতেছে। নোদ হয় শঙ্কর ভট্টী মহাশয় এই সকল প্রমাণে ব্রাহ্মধর্মের বাথার্থ্য অনুভব করিয়া, তদ্বিবয়ে পুনরায় উত্তরদায়ক হইবেন নাই। যেহেতুক “মৌনং সম্মতিলক্ষণং।”

এই ঘটনার কিয়দিবসান্তে কলিকাতায় কোন খ্যাতিপন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি সংগ্রহ করত ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় এক খণ্ড পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্র প্রচারিত হই-বামাত্রই, রামমোহন রায় অতি সুললিত এবং সরল ভাষায় যুক্তিপূর্ণাধূর্ণ একখানি গুল্ল মুদ্রাক্রিত করিয়া, তদ্বত্তরে প্রদান করিলেন। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধ-বাদী মহাশয়েরা যে লিপিবদ্ধ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে, তাঁহারা ক্রমশঃকারে অক্ল এবং

আগু হাতিশায়ে বাতুলপ্রায় হওত তাঁহার নিন্দাপবাদ
 করিয়া বেড়াইতেন। এমন কি তাঁহাকে সর্বসাধারণ-
 নেষ্ট নাস্তিক নামে (যাহা তদ্রিকটে অতীব সূণ্যকর
 ছিল। উল্লেখ করিতেন। তাঁহাদিগের এই বোধ
 ছিল যে 'ঈশ্বরোন্মাদ', এইমত পৃথিবীমণ্ডে প্রচলিত
 করণ জন্য তিনি এককালীন ক্রুতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।
 আহা! নবন করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়,
 আপাতারী' কুসংস্কার-পরতন্ত্র ব্যক্তির। সেই অদ্বিতীয়
 দীপকিত সম্পন্ন দার্শনিকের অগ্রগণ্য মহাত্মাকে করাল
 কালক্রাসে সমর্পণ করণ জন্য নানাবিধ হৃদয়ন্ত্র পর্যাস্তও
 করিয়াছিল। তিনি কস্মীনুরোপে হানাস্তর গমন-
 কালে প্রহরীবিধি হ্রাস করিয়া দাঁড়িতে পারিতেন না।
 তিনি যে তৎকালীয় অজ্ঞানাত্ম হিন্দুগণ কর্তৃক না-
 স্তিক নামে উল্লিখিত হইতেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য
 কি? ফলে এইক্ষণ পর্যাস্তও আমরা দেখিতে পাই
 যে, যে ব্যক্তি এক ব্রহ্মবাদি মত প্রতিপন্ন করিতে
 যত্ন করেন, তাঁহাকে অজ্ঞানী মাজেই নাস্তিক বলিয়া
 থাকে। তাঁহাদিগের নিকট নাস্তিক শব্দের অন্য
 প্রকার অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি লোকপ্রিয়
 এবং স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করলে ইচ্ছক হয় তা-
 হাকেই তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া থাকেন। এই বি-
 ষয়ে তাঁহাদিগের মত মুসলমানগণের মতের সহিত
 ঐক্য হয়, কারণ যে ব্যক্তি কোরাণে বিশ্বাস না করে
 তাহাকেই তাহারা নাস্তিক ও কাফের শব্দে বাচ্য
 করিয়া থাকে। স্ব-ধর্ম্ম-ত্যাগ ব্যক্তি মাজেই নাস্তিক
 বলিবার যে রীতি আছে সে দোষে কেবল যে হিন্দু-

দিগকেই দোষী দৃষ্ট হয় এমনত নুহে। যে হেতুক পুরা-
রূপ পাঠে এমনত প্রতীত হয় যে, সকল জাতীয় বাক্তি-
রাই স্ব-ধর্ম পরিভ্রাতৃ বাক্তিদিগকে উক্ত নাম প্রদান
করিত।

ইংরেজদিগের ধর্ম-পুস্তকে যে অংশে নীতিশাস্ত্র
লিখিয়াছে, রামমোহন রায় তাহার অত্যন্ত প্রশংসা
বাদ করিতেন, এবং তাহাতে যৎপরোনাস্তি ভক্তি
করিতেন। পৃথিবীতে যত প্রকার কাপ্পানিক ধর্ম
প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বাইবেল যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা
তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। বাইবেলের নীতি-
শাস্ত্র যে তিনি নিতান্ত মান্য করিতেন তাহা ইহাতেই
প্রতীত হইবে, যে তিনি উক্ত গ্রন্থ আদিম অবস্থায়
কিরূপ আছে তাহা পাঠ করিবার জন্য হিরু এবং
গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জিউ জা-
তির কোন ধর্মোধ্যকের সাহায্যে খ্রীষ্টানদিগের পুরা-
তন ধর্মপুস্তক এবং ইংলণ্ডীয় জনৈক ধর্মযাজকের
আশ্রয়ে তদীয় সন্তান ধর্মপুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন।
এই প্রকারে সকল জাতীয় ও সকল দেশীয় প্রধানতঃ
ধর্মপুস্তক পাঠ করত তিনি বাইবেল হইতে অনেক
নীতি সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রচার কার্যলেন।
এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন।

“এই নীতিপূর্ণ গ্রন্থমধ্যে জাতিভেদ ইত্যাদি যুগ-
সমুহ সকল না থাকিতে, এবং মানবিক উত্তম নীতি,
ধর্মকে যথুযা সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক
বিষয়ে অতীব সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারেন,
এসকল বিষয় সকল থাকিতে, লোকনাজেরই অত্যন্ত

উপকার হইবে, এই ভরসায় এই গুণখানি আমি সংগৃহীত করিলাম। এই পুস্তক সংগ্রহ হইবামাত্র খুঁটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তৎপ্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া “ফেঞ্চ অব ইণ্ডিয়া” নামক সমাদপত্র যোগে দিগ্ভ্রতুলা ভীষণ সূচিত্তে তাঁহাদের আক্রমণ করিল। যে ব্যক্তি অশিক্ষিতা জগদীশ্বরে আপনাকে এক কালীন সমর্পণ করত পারদেহিক সুখে অন্তঃকরণ প্রাপন করিয়াছেন এবং বাহার মানস-মন্দির সমুদায় প্রভৃতি অনলা পদে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে, সে ব্যক্তি এই বিষয় হইতে ভয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভব কি? আশ্চর্য হইবার অবাবশিক পদেই “সত্যপ্রিয়” এই সাময়িক উক্ত সমাদপত্রে তিনি তদুত্তর প্রকটন করিলেন। কেবল এই প্রকার করিয়াই যে তিনি দ্বন্দ্ব থাকিলেন এমন নহে, এই সটনার কিয়দিকবশেষে পুনরায় নিজ নাম সংগ্রহ করিয়া, বাহ্যাক্রমে স্বয়ং-প্রত্যক্ষাৎ দ্বিতীয় উক্ত নাম করিলেন। কোন বিষয় ঘটন, বাগাড়ম্বর উপস্থিত হইলে তাহা কখনই অসংকল্ল মতো মীমাংসা হয় না। ফেঞ্চ অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক পুনরায় রাসমোহন রায়ের দ্বিতীয় পত্রের প্রতি-উত্তর প্রদান করিলেন। আহা! স্বার্থপরতার কি অসামান্য শক্তি! এই বৃদ্ধির অধীন হইলে মানুষ এক কালীন পশুবে আচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই সুণিত্রি পুং ব্যক্তিকে স্পর্শ করে তাঁহার অগাধ দ্বিতীয় দৃষ্টি ও বিদ্যা থাকিলেও, তিনি বালকবে ব্যবহার করিতে দ্বন্দ্ব থাকেন না। ফেঞ্চ অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক মহাশয় সদাশি বহুগালকত ছিলেন বটে,

তথাপি এই সুপ্রসিদ্ধ বশীভূত হইয়া, রান্নামোহন রায়ের প্রকৃতিত খীউপম্মা-একক কতিপয় উত্তরাধী তদন্তে মুদ্রাঙ্কিত করিতে অস্বীকার করিলেন।

যাহা হউক, দক্ষ প্রচারে রান্নামোহন রায়ের বঙ্গ-বঙ্গবৎ অধ্যবসায় ছিল। তাহা যে এই ঘটনাতেই নিহত হইবে এমনত কখনই হইতে পারে না। তিনি কেহন অবাবস্থিত পাবেনই মুদ্রা যন্ত্র প্রয় করত “বঙ্গভাষা মুদ্রা-নির্দেশিকা” সংস্করণ মুদ্রিত করত “বঙ্গভাষা মুদ্রা-নির্দেশিকা” এবং মুদ্রিত উত্তর সমস্ত মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। এই সময়কারি উক্ত বঙ্গভাষা মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ পত্রাদি এই ঘটনায় প্রচার হইতে লাগিল।

ইউরোপীয় খীউপম্মাবলয়ী এবং দেশস্থ অন্যান্য বিদ্বান লোকে যৎকালে রাজা রান্নামোহন রায়ের উত্তর প্রভৃতির দর্শনে সত্য বস্তু সমস্ত হইয়া বসন্ত প্রকাবে বহুবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন, তৎসময়েই রান্নামোহন রায়ের মৃত্যুর জনক অনুগমনকারী বঙ্গ প্রজামোহন মজুমদার প্রাক্ষণের প্রতিপোষক একখানি অতিনব গ্রন্থ রচনা করত “বঙ্গভাষা মুদ্রা-নির্দেশিকা” প্রচারিত করিলেন। এই গ্রন্থখানি রান্নামোহন রায়ের মুদ্রাঙ্কিত পরিপূর্ণ ছিল। বেঙ্গল হইয়া মুদ্রাঙ্কিত সময় রান্নামোহন রায় মজুমদার মকাশয়কে অনেক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকিবেন।

উল্লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে, তাহা প্রতীতি হইবার লেখক অতীত মহৎ এবং গবিন্দান হইয়া উক্ত পুস্তক উদ্ভাটন করত প্রাক্ষণের প্রতিপোষক রান্নামোহন রায়ের মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, তৎ-

নাই নিতান্ত বিপ্লব হয় যে গৃহকর্তার হিন্দু শাস্ত্র-
দিকে অতিশয় ব্যাপত্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি যে
কেবল স্বমতকেই যুক্তিযুক্ত ও জনমাজেরই গৃহ-
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এমত নহে, হিন্দুদিগের সেবা-
নীতি এবং পরম্পরাগত পৌত্তলিক-ধর্মের এককালীন
সমূলোৎপাটন করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা কি অত্যন্ত
মুখের কথাবিরত নহে যে, সে কলিকাতা নগরী নিরবধি
পৌত্তলিক-ধর্মের আবৃত ছিল এবং বলায় কি গনী,
কি নিধন, কি বিদ্বান, কি যুগ, সকলেই অনন্যমনা
হইয়া কেবল দেব দেবী পূজা করিত, সেই স্থানের
অনেক মানাৎশোভার ব্যক্তি কর্তৃক এমত একখানি
গৃহ প্রচার হইল, যাহাতে পৌত্তলিক-ধর্ম এককালে
ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

যদ্যপি রামমোহন রায় সনাতন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার
করিতে তাহা কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন না
এবং একমাত্র ধর্মের জন্যই তিনি হিন্দুসমাজে বার
বার নাই নিন্দা, কুৎসা ও তাড়নার আশ্রয় হইয়া-
ছিলেন, তথাপি ইহা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যাইতে পারে
যে তিনি বিদ্বান ও বুद्धিমান হিন্দুদিগের সমক্ষে
প্রশংসার ও সাধুবাদের পাক রূপে পরিগণিত হইয়া-
ছিলেন। কালক্রমে হিন্দুসমাজের অনেক বিদ্বান ও
সকরিত্র লোকেরা তাহার প্রদর্শিত পথে সর্ব চিত্তে
সমর্পণ করিলেন এবং পৌত্তলিক ধর্মকে বৈরিত্বভাজন
ভাবনাতে অজ্ঞপারী হইয়া ক্রমেই অগম্য হইতে
লাগিলেন।

অত্বেকার গৃহে আলোকের সমাপ্তি মাজেই যজ্ঞ

তিনি-রাশি তিরোজিত হয়, সূর্য্যাকান্তমণি অগাধ
 নিষ্কুমীরে, নিক্ষিপ্ত হইয়াও যেমত তদীয় প্রভা-
 চতুর্দিক সমুজ্জ্বল করে, তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্মরূপ পরম
 পবিত্র সুখাময় সুপাকরের বিমল জ্যোতিতে পৌত্তলিক
 ধর্মরূপ অন্ধকার দূরীভূত হইতে লাগিল। ব্রাহ্ম
 ধর্মরূপ সূর্য্যাকান্ত মণি, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ, যথা
 যাম বিশিষ্ট প্রকৃতি মহামহা ব্রহ্মজ্ঞ নুনিগণের সময়
 গবেষেই পাণ্যকীর্ণ জনগণের মূর্থতা বশতঃ অজ্ঞানতা-
 রূপ জলাপ-গর্ভে নিক্ষিপ্ত ছিল, তাহা যতই উথিত
 হইতে লাগিল ততই সছিদ্রান হিন্দু নিচর ভবিমল
 জ্যোতিতে মুক্ত হইয়া কাণ্ডামক ধর্ম-পাশ ছিন্নভিন্ন
 করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের কোন রচনা
 মধ্যে এমনত দৃষ্ট হইয়াছে যে তিনি তৎশাস্ত্রজ্ঞ ও
 বুद्धিমান স্বজন বান্ধবদিগকে তত্তৎ অবলম্ব্য শাস্ত্রাদির
 অর্থাৎ বেদ বেদান্তের অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইবা মাজই
 তাঁহারা একমত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম গৃহণ
 করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু সঙ্ঘাতিক
 নানা গণ্য ব্যক্তিরও ব্রাহ্মধর্মের অমৃতময় স্বাদ গ্রহণে
 সমর্থ হইয়া পরম প্রীতি পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম গৃহণ করি-
 য়াছিলেন। আহা! এত দিনে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের
 সুখদিন উদয় হইল। পুরাতন কালের মুনি ঋষিগ-
 ণের লোকান্তর গমনের পর যে ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম ধর্মের
 নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করে নাই, সেই ভারত ভূমিতে এই-
 কালে ব্রাহ্মগণের সঙ্খ্যায় অধিক হইয়া উঠিল। শুধু-
 সময়ে যে মহান ব্যক্তির ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বন করিয়াছি-
 লেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা বুद्धিতে ভূষিত ছিলেন।

মৃতরাং কি হেতুতে জগজ্জানমর পরমার্থ জ্ঞান বিষয়ে কৃৎকার্য। হইতেন তাহার উত্তম উদ্যোগ স্থির করিতে লাগিলেন। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে (১৮২৮ খ্রীঃ) তাঁহার। সকলে ধন্য-মনা হইয়া। পৌত্তলিক-ধর্মরূপা পিশাচী হইতে জননী জগদ্বৈতকে মুক্ত করণার্থ “ ব্রাহ্ম-সমাজ ” স্থাপন করিলেন। এই সভা প্রতি দুইবার সন্ধ্যাপর আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রাচীন অতীতের উপদেশের কর্তব্য বেদের কতিপয় প্রবন্ধ দ্বারা সেই অনাথনাথ জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। উক্ত প্রতি সমূহ সংকলিত ভাষায় রচিত জ্ঞান, জ্ঞান সাধ-রণের বোধগম্য হয় না। মৃতরাং ততাবৎ বঙ্গভাষাতেও ব্রাহ্মসমাজ পাঠ করিয়া থাকেন। তৎপর বঙ্গভাষায় বিরচিত নীতিগর্ভ ও পরমার্থ সুদা পরিপূর্ণ বঙ্গ ভাষা সমূহ পাঠ হয়। এই প্রকারে উপাসনা করা থাকে হইলে, রামমোহন রায় এবং তাঁহার অন্যান্য বাক্যের প্রণীত ব্রাহ্মসমাজ গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। এই সভাতে মনুষ্য যাজেই প্রবেশ করিয়া তৎকার্য্য দর্শন করিতে পারেন, তাহাতে নিষেধ নাই। ব্রাহ্ম ধর্ম জ্ঞানসাধ্য প্রচার হওন জন্ম এই সভা হইতে নানা বিধ পুস্তক প্রচারিত হইয়া বিতরণ হইয়া থাকে।

আহা! কি আশ্চর্য্য! সভা কখনই গোপন থাকিতে পারে না, অলঙ্ঘ্য অগ্নি কি কখন মগন দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিতে পারে? রামমোহন রায়ের প্রবক্তার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম বেহে জনপদে প্রচলিত হয় নাই, এইরূপে সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়া তদীয় জন-সমূহকে ব্রাহ্মানন্দরূপে প্রাবীভ করিতেছে।

এপর্যন্ত এপুস্তকের বহুল স্থানে ত্রুটিপূর্ণতার বিষয় উল্লেখ করা মাত্র হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়টি কি তাহা সম্যক্ কপে ব্যক্ত হয় নাই । মানব যাত্রেরই স্বভাব এই যে কোন এক বিষয়ের প্রসঙ্গ প্রবণ করিলে তদ্ব্যবস্থার বিবরণ প্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়া পাকে । অতএব পণ্ডিতবৃন্দের জ্ঞাপন জন্য উক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য কি এবং যে ধর্মটি বা কি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ।

ত্রুটি বা একনিদমগু আসীৎ ; নান্যৎ
কিঞ্চনাসীৎ । তদ্বিদ্ং সর্জনসূত্রং ।

অর্থ—

পূর্বে কেবল এক পরত্রুটি মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন ।

তবেই নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং
নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্জব্যাপি সর্জ-
নিয়ক্ সর্জাজ্ঞয়, সর্জবিৎ, সর্জশক্তিমৎ-
স্বত্বং পূর্ণমিতি ।

অর্থ—

তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সর্বজনস্বরূপ, নিত্য,
নিয়ন্তা, সর্জনক, সর্জব্যাপী, সর্জাজ্ঞয়, নিরবয়ব, নির্জি-
কার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্জশক্তিময়, স্বতন্ত্র ও পূর্ণ
স্বভাব ।

একমাত্র ত্রুটিমোক্ষোপাসনয়া পারত্রিক টমহি-
কক শতভবতি ।

অর্থ—

একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পার-
ত্রিক মঙ্গল হয় ।

‘তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ
তদুপাসনম্বেব ।’

অর্থ—

তঁাহাকে প্রীতি করা এবং তঁাহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তঁাহার উপাসনা ।

“এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম সকল দেশের জ্ঞানী মানুষের স্থল । এই ধর্মাদ্বারা বাক্য অধিক বা অপাংশু সকল দেশের ধর্মগুরুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই ধর্ম দ্বালোকে ও ভুলোকে, বাহিরে ও অন্তরে, অবিনশ্বর জাহ্নবামান অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । তাব ও বুদ্ধি এ ধর্মের জনক জননী, আলোচনা ইহার পাত্রী, জ্ঞানিদিগের উপদেশ ও ধর্মপ্রতিপাদক গুরু সকল ইহার অমপান ।”

“তন্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্বেব” এ ধর্মের সার বাক্য । ঈশ্বরকে প্রীতি করাই প্রধান ধর্ম, তাহা হইতে শাখাধরূপে তঁাহার প্রিয়কার্য সাধন নির্গত হইয়াছে । যেমন মীন জল বাতীত থাকিতে পারে না, জলই যেমন তাহার জীবনধরূপ, তদ্রূপ ব্রাহ্ম উপাসক ব্যক্তি সতত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণকীর্তন বাতীত থাকিতে পারেন না । ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বর-গুণকীর্তন তঁাহার জীবনধরূপ হইয়াছে । তঁাহার মন তঁাহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সর্বদাই সতৃপ্ত রহিয়াছে । তিনি সেই দিনের জন্য সতত ব্যাকুল রহিয়াছেন, যে দিনে তিনি তঁাহার জীবনের জীবন ও চিরকালের উপাধীকে প্রাপ্ত হইবেন । যে প্রীতিরস পান করা তিনি আপনার পরম

চরম সুখ জ্ঞান করেন, তাহা তিনি এখন অবশিষ্ট
অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন; তিনি এই আশাতে
আনন্দিত থাকেন, যে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহার
জ্ঞানের বড় ক্ষতি হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার
ঐতিহ্য ক্রমে উন্নত হইয়া তাঁহাকে অপর্যাপ্ত মানস
প্রদান করিবে। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয়, ঈশ্বর-দুই
জনও তাঁহার প্রিয়। তিনি অষ্টা, তাঁহার অবশ্য
এমত অতিপ্রায়, যে সৃষ্টির মঙ্গল হউক, অতএব যে
কারণাদ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মঙ্গল হয় তাহাকে তাঁহার
প্রিয়কার্য বলিতে হইবেক। সেই প্রিয়কার্য করা
ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি আপনার মহাকর্ষ্য কর্তা জ্ঞান
করেন। ন্যায্যচরণ, সত্যাবহার, পরোপকার তাঁ-
হার প্রিয়কার্য।

ব্রাহ্মসমাজের বাক্যগণ ।

১। এ সময়েতে জাতির নিয়ম নাই, সকল জাতীয়
মনুষ্যের এ সময়েতে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য
পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে।
ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ দান
করিতেছে। ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল
প্রদান করিতেছে। অতএব কোন এক বিশেষ জাতি
ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইয়া সত্যধর্ম উপভোগ করিবে,
আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে,
ঈশ্বরের এমত অতিপ্রায় এখনই হইতে পারে না।
সকল মনুষ্যই সেই অমূল্য পুরুষের পূজ্যরূপ।

প্রকাশ্যে ক'রিয়ে সুস্থিতিকে আপনার হৃত এবং
ক'রিয়ে সুস্থিতিকে আপনার হৃত সুস্থিতিকে জান করুন

২ প্রকরণে লক্ষ্য এই যে, এই প্রাচীনতম উপাসনার
এক কার্যকর মিশ্রণ নাই। যে স্থানে, যে সমাধি চিত্তের
এক, প্রভা হইবে, সে স্থানে, সেই সমস্তে উপাসনাত
ন। সমাধি কল্পিত। তদ্বারা সুখিক প্রভেদক, ল
কার্য যে বিলাস সমান। সুখিক প্রভেদক নাই। সুখিক
এ আত্মা দি স্থান মনোহর। কোথাও একান্ত
এক বিশেষ উপাসনায় কাটিবে।

[illegible]

৮ চতুর্থ ভাগে। এখানে কোন আদৃত রক্ত সাদন
 সাপেক্ষ নহে। যে কৃষ্ণর কল বায়ু ও অন্যান্য
 প্রয়োজনীয় বস্তু -একত্ব মূলত করিয়াছেন, তিনি তদ-
 পেক্ষা সহজতরও এমনোজনীয় জীবগণের প্রাণস্বরূপ
 বস্তুকে যে কষ্ট-সাপেক্ষ করিয়াছেন, এমনত্ব কখনই সম্ভব
 নহে। তল্লিঃবাগই পঞ্চম ভাগ। পক্ষ্মগণের যে
 স্থান অতি দুঃখবর্তী বোধ হইয়াছে, তল্লিঃপ্রসাদাৎ নিমেষ

মাত্রে তাতা নিকট হইয়া আসিলেন। কেবল বিশ্বজু-
চিত্ত হওয়া আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি বিশ্বজু হইয়া
জাহাতিত মনঃসমাদান করে, সে অবশ্যই তাঁহাকে
দেখিতে পায়। যেকোন মনঃসুখ ১০০ খণ্ডে বহুতর
প্রতিকর্ষ প্রতিজ্ঞা কর না, চেমনি অগ্নি। তাৎকালিক
মনোতে অভিভূত থাকিলে কৈশোরের প্রতিরূপ ভাবনাতে
প্রতিভা হইয়া না। সেই মূল্য প্রকালন কর, তাহা
হইলে স্বর্গের সজ্জন আপন হইতে সহজেই তাহাতে
প্রতিভা হইতেক।

৪ শঙ্কন সঙ্কলন। এই শঙ্কন সংসার পরিত্যাগ করা
নিষেধ নহে। যখন দেখা বাইত্রেতে সে ক্ষীর সজা-
কীয় মনুষ্যের সহিত সহবাসের এক প্রণীত হইয়া
জানাদিগকে দিয়াছেন, যখন বন্ধুতা, দয়া, জীতি,
যেহ ইত্যাদি দ্বারা দিয়াছেন, তখন তাঁহার আত্মপ্রাণ
স্বর্গে বোধ হইতেছে যে এই সকল বৃত্তি আমরা নির্দোষ
রূপে চেরিয়া করি। কামাদি রিপু তাহার বশীভূত
হইয়া না। সে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী
হইলে তাহার অত্যন্ত বিপদ। আর যে সাধকের
কামাদি রিপু বশীভূত হইয়াছে, তাহার আর সংসার
ত্যাগ কবির প্রয়োজন কি?

৫ শঙ্কন। বাহ্য আভরণের সহিত যথার্থ ধর্মের
কোন সংকলন নাই। লোকে ভ্রমশ্রুতিঃ কতকগুলীন
কাপ্পনিক ক্রিয়া ও বাহ্য আভরণকেই মথার্থ ধর্ম মনে
করিয়া পরম ক্রিয়া সত্য ও ন্যায্য-ব্যবহার পরিত্যাগ
পূরক সেই সকলেরই উপর অত্যন্ত নির্ভর করে, কিন্তু
তাঁহারা এক সত্য কথা মূল্য জ্ঞাত নহে। জ্ঞান,

করিলেন। এই সমস্ত সাধনামের পর কলিকতা নগরী
এককালীন জনাকুলোৎসবে পরিণত হইল। দিবারাজ
কেবল এই আলাপ এই চর্চাতেই জ্বলন্ত, চিত্ত চটপট
লাগিল। যে ভাষনে শ্রমণ করা যায় কেবল “পূর্ণসত্য”
“প্রাকৃতিকতা” পৌত্তলিকতাও প্রবল হইল, প্রাকৃতিক
সকলকে জড় করিয়া দৃশ্য জগৎপাতকাদেশ নগরে উদ্ভাসিত
হইল। এই তথ্য তিনি আর কিছু করণে চর হইত না।
কিন্তু ক্ষমতাশালী বলের বলে, কি সাহসিকতা, কীটক
খানা, কি বাজার নী, কি পুস্তকপুত্র, কি চণ্ডীমণ্ডল,
সকল ভাষাতেই কেবল এই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল,
জাগল। একদিন এক জন ভাষার উদ্ভাস যে পায়, সঙ্গে
প্রাকৃতিক এককালে সারাটিক হইল, পৌত্তলিক পদ
প্রতিধ্বনিক “পূর্ণসত্য” “প্রাকৃতিকতা” নীকার করিয়াছে।
এক ভাষার দিনসেই আবার এক প্রতিক্রিয়াও হইল
যে পৌত্তলিক পদ এককালে সারাটিক হইল।

বাল্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ বারি নিঃসৃত করিলেন তখন
কতজন লোক না হইয়া থাকিতে পারে? নিরবস্থান
কর্তন যোগে অটোমোবাইল হইল। প্রকৃত কি কখন
অচিরে পতিত না হইয়া চিরস্থায়ী হয়? নীকার
কাল পক্ষের ন্যায় চাটকো তৃণ করে বটে, কিন্তু
কিয়ৎকাল পরেই যাহা বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ-
সত্যও প্রথমে স্বতন্ত্র বলশালী হইয়া শির উন্নত করত
প্রাকৃতিককে ভয় আদর্শন করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই
কালে কেবল তমামমাত্র কীটনকুলিত স্বর্ণ কাগ-
জাদি অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা
সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে বিষয়টী রহস্যমান

কিলে জাত্যভিমান ইত্যাদি বিষয়মণী কুপ্রথা সকলের
নে উদ্ভেজিত থাকে, এবং যাহার আধিভারে সামা-
নিক সুখ নিচয়ও হুৎথে পড়ি হইয়া পড়ে, এমনত ভয়া-
নক বিষয়েব চিরস্তায়িত্বের জন্য বিদ্বান ও বুদ্ধিয়ান
এই অমত প্রকাশ করেন।

এইক্ষেণে রামমোহন রায় যে নির্দয় হৃদয়-বিদারক
সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ
করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া খাই-
তেছে। আহা! স্মরণ হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক
হইয়া যায় এবং মনুষ্যমানের উদ্ভমোত্তম বৃত্তি সকল
ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। কত সহস্র কুলকামিনীরা যে এত
ভীষণ কুপ্রথা নিবন্ধন অকালে কাল-কবলে নিপতিত
হইয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা করা মুকুটিন। জীবনান্ত
মাত্রেই নিকাপামে গমন করত অপার দুর্ঘনাত্তোগ
হইবে, শাস্ত্রকারকদিগের এই স্বকপোল-কল্পিত বিষ-
ময় ফলোৎপাদক নাকো বিনোদিত হইয়া, নিরাশ্রয়া
বিবশা শক্তিবহীনা অবলারা জীবনরত্নে জলাঞ্জলি
প্রদান কামতেও সঙ্কুচিত হইছেন না। এই ভয়ানক
প্রকল্পিত পথ যে কোন সময়ে এবং কি উদ্দেশ্যে কোন
নিদান ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার নির্দেশ
করা সুদূরপর্যায়। হিন্দুজাতির সর্বপ্রধান এবং
জগজ্জনমান্য যে বেদগ্রন্থ তন্মধ্যে এই কুপ্রথার প্রতি-
পোষক বচন মাত্রই বর্তমান নাই, মহাদি প্রধান
এছোও ইহার উল্লেখ নাই, সুতরাং নিতান্তই বোধ হয়
যে কোন মুঢ়, জিহ্বাংশা বৃত্তিই যাহার মনোবাজে
একমাত্র আদিপতা স্থাপন করিয়াছিল এবং যিনি পর-

রামমোহন রায়।

দুঃখেই মুখ অনুভব করিতেন, তাঁর কতক মহাদির
 সময়ের অনেক পরে এই গরলময়ী প্রথা এই ভারতবর্ষে
 প্রচারিত হয়। হা ভারতবর্ষ! তোমার কি দুর্ভাগ্য!
 তুমি সর্বপ্রথমে মর্দা-মণ্ডলে সভ্যতা ও জ্ঞাতাব
 পতাকা উড্ডীন করিয়া, পরে কি কুপ্রথার আধার
 না হইয়াছ। যে স্থানসমূহ বেন-বেন রু প্রতিপাদ্য
 ব্রহ্ম-উপাসনার আলোচনায় অহর্নিশি প্রতিফলিত
 হইত এবং যে স্থানের লোকসমূহী সুসজ্জিত জ্ঞান-
 প্রভাসে জগদা পৌত্তলিক ধর্মের মস্তকে পদার্পণ
 করত কুসংস্কার-গিলাতীর আক্রমণ হইতে এককালীন
 নিশ্চিষ্ট হইয়া কাল যাপন করিত, অজ্ঞানতার এবং
 মূঢ়তার প্রভাসে সেট দেশে এইক্ষণে এমনত দুর্কর্ম নাই
 যে দিনই রূপ না হইতেছে! তুমিই বাস, খশিষ্ঠ,
 গৌতম, সমু প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যাদিগকে প্রসব করিয়া
 রত্নগর্ভা শব্দে উক্ত হইতে, সেই তুমিই জাবার দুষ্চ-
 রিত্র, সর্ব কর্ম নাশক, ঘোর পৌত্তলিক, সহমরণ, নর-
 বলি ইত্যাদি কর্মকেও বাহারা ধর্ম বলিয়া জানে
 তাহারদিগের জননী হইয়াছ। তুমিই এককালে সীতা-
 বতী, খনা প্রভৃতি অসাধারণ কল্যাণের বীজভোগ
 প্রসবিনী হইয়া তজ্জনিত গৌরবের বীজভোগ হইয়া
 ছিলে, এবং সেই তুমিই এইক্ষণে এমনত সকল ভাবনা
 দিগের গর্ভধারিনী হইয়াছ, বাহারা বিদ্যাবুদ্ধি দূরে
 থাকুক, এককালীন ব্রাহ্মজ্ঞান রহিত হইয়া দুর্কর্মকে
 সত্যকর্ম এবং সত্যকর্মকে দুর্কর্ম বলিয়া মানিতেছে,
 এমন কি অলস্ঠানে প্রাণ সংপর্ণ করত আত্মহত্যা-
 রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ হইবে এই অমু-

রামমোহন রায়।

লক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করত নিঃশঙ্কচিত্তে তৎকর্ম্যে
প্রবৃত্ত হইতেও সাহস করিতেছে।

রামমোহন রায়ের জীবন সময়ে এই জনযবিদ্যারক
ব্যাপারের সমস্ত প্রাণনা হইয়াছিল যে ভাগীরথীর
তীরে গচরাচরই অবলা কুল-কামিনীদিগকে স্ব স্ব
পতির জ্ঞানস্ত চিতোপরি প্রাণ সমর্পণ করিতে দৃষ্ট
হইত। কোন স্থানে দৃষ্ট হইত যে রূপ লাবণ্যবতী
ষোড়শবর্ষ নব যুবতী পৃথিবীর সকল মুখে ফলাঞ্জলি
প্রদান করত মলিন-বদনে দীন নয়নে স্নায় সাক্ষরদিগে
অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভীষণাকার অগ্নিশিখায় প্রাণ বহু
সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং কোন স্থানে
দৃষ্ট হইত যে শীর্ণকায়বিশিষ্ট বৃদ্ধা চ্যুদ্ভিঃকেনজিঃ
স্বীয় সম্মানগণের মোদনধনি এবং হৃদয়কার শব্দ তুল
জ্ঞান করত, সমর্পণ নির্দয় শাঙ্ককারেণ জলুপান
রক্ষার্থে মানবজীনা সংবরণে প্রবর্তমানা হইতেছে।

এই সকল ভয়ানক ব্যাপ্যব দর্শনে রামমোহন
রায়ের সক্রম অন্তঃকরণে দয়া একবারে তরঙ্গবতী
হইয়া উদ্ভিল্ল হইল। কি হেতুতে ভারতভূমি এই জঞ্জাল
শব্দেত মুগ্ধ হইতে পারে এই চিন্তাতেই তাঁহার দিন
যামিনী সতিবাহিত হইতে লাগিল। পরে ১৮২০ সালে
তিনি বাঙ্গালা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় সহস্রাধিক
পক্ষ ও বিপক্ষ দুই বাস্তির নাদানুবাদস্থলে বহুসংখ্যক
ঐহ মুদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণকে বিতরণ করি-
লেন এবং এই গুরুতর বিষয়ে একখানি মাত্র পুস্তক
মুদ্রাঙ্কিত করিয়াই তিনি কাল্য থাকিলেন না। প্রথম
পুস্তক প্রচারের কিয়দিবসান্তেই পুনরায় পুর্ক প্রাণা-

জীতে অন্য গ্রন্থখানি পুস্তক প্রচার করিয়া বিতরণ করিলেন । এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানি তিনি গ্রীক ভাষা হোডি হেষ্টিংসের নামে সমর্পিত করিয়াছিলেন । তাঁহার উপরি উক্ত পুস্তকখানি প্রচার করিবার এই প্রধান অভিপ্রায় ছিল, যে ভারতভূমির বাসীরা ব্যক্তি মুসলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে এই কুৎসিত সহমরণপ্রথা কেনন হারীত এবং অধিরা প্রভৃতি নীচপ্রকৃতি দ্বারাশয় শাস্ত্রকারদিগের প্রতিপাদ্য, কিন্তু বেদ বেদান্ত ও মন্বাদি সৰ্ব্বপুত্র ও তপস্বীরা গ্রন্থ নিকরের কথন প্রতিপাদ্য নহে ।

এই গ্রন্থনিচেষ্টে যে সকল অশ্রান্ত এবং অলঙ্ঘনীয় মনিষি হইয়াছিল সেই সমুদায়ই ভারতভূমি হইতে এই কুপ্রথা নিকাসন করিবার মূলীভূত কারণ হইয়া উঠিল । গবর্ণমেন্ট ১৮০৫ সাল হইতেই সহমরণ রহিত করিবার আদেশ্যকতা দ্বারাতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধ জন্য এ পর্বন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অগম্য হইয়াছিলেন না ।

কিন্তু এইক্ষণে রামমোহন রায়ের প্রণীত গৃহ অধ্যয়নে গবর্ণমেন্টের স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে সহমরণ নিবারণ করিলে প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম করা হয় না। সুতরাং “লড উইলিয়ম বেটিক” বাহার নাম হিন্দুশাস্ত্রের হৃদয়মধ্যে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে ও তাঁহা কালেও অবশ্যই থাকিবে, তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক দ্বারা এই অনিষ্টকর প্রথা একবারে রহিত করিয়া দিলেন । এই বিধি প্রচার হইবারাজেই ধর্মসভার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল । তাহার সকলে একত্র

চইয়া গবর্নর জেনেৰল নাইডুরের সমক্ষে বহুসম্মান
অপত্তি উপস্থিত করিলেন । কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ রাজা
রামমোহন রায় জীবিত থাকিতে আজ লোকের কথা
আমতি গুজ্জ হইবার সম্ভব কি? তিনি তাহার অন্য-
বহিত পক্ষেই অনেকানেক বিদ্বান লোক দ্বারা এক
পত্র লিখর করাইয়া, প্রার্থা রাহিত করিয়া গবর্নমেন্ট
যে দেশের অনেক উন্নতি সাধনের হেতু করিয়া দিয়া-
ছেন তাহা অকপট-চিত্তে প্রকাশ করিয়া, গবর্নর জেনে-
রলকে তুরিভূবি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন । নতমরণ
নিবারণ এবং বঙ্গদেশের মহিলাগণের অবস্থা উন্নত
করিবার জন্য রামমোহন রায় মঙ্গল অধ্যবসায় এবং
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা লেখনিদ্বারা
ব্যক্ত করা এককণ্ঠ অসম্ভব বলিলেই বলা গাইতে
পারে ।

১৮৩০ সালে “জেনেৰল এনগবলী” নামক বিদ্যা-
লয়ের সংস্থাপক কলিকাতা নগরে উপস্থিত চইয়া
তাহার মনের মানস রামমোহন রায়ের সমক্ষে ব্যক্ত
করিলেন । তিনি যদিও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন না,
তথাপি বাইবেল শিক্ষাদ্বারা বঙ্গদেশের বে অসাধা-
রণ উপকার হইবে এটি বুঝিতে পারিয়া, উক্ত বিদ্যা-
লয়ের সংস্থাপককে যথোচিত সম্মান পুংসক গ্রহণ
করত তাহাকে সাধানুসারে সাহায্য প্রদানে প্রতি-
শ্রুত হইলেন । তৎকালীন বিদ্যালয়ের জন্য অন্য
কোন গ্রহ প্রাপ্ত না হইবায়, রাজা রামমোহন রায়
ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির তহুদ্দেশে প্রদান করত খ্রীষ্ট বদা-
নাতা গুণের নিদর্শন প্রদান করিলেন । এতদ্ব্যতীত

তিনি একাদিক্রমে মাসাধিককাল উক্ত বিদ্যালয়ে স্বল্প উপস্থিত হইয়া, তদীয় বালকবৃন্দকে বানাপ্রকার সমুদায়াদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগের উৎসাহানন প্রচলিত করিতে কোনক্রমেই সক্ষম হইতে পারেন নাই । “নিরুচ্ছিন্ন মুখ হউক এবং চুঃখ এককালে পৃথিবী হইতে নিরাসিত হউক” রামমোহন রায়ের অন্তঃকরণে এই প্রবন্ধটি নিরন্তর জাগরুক থাকিত । তাঁহার সহিত যে ব্যক্তিই বারেক কথোপকথন করিয়াছেন তিনিই তাঁহার সমুদায় একান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহার যথোচিত্তার করিতে সক্ষম থাকেন নাই । কথিত রোবের্ট গাহের তাঁহার মহদ্গুণে কীভ হইয়া সত্যই তাঁহাকে স্নেহ, সম্মান, ও মহত্ম্য সাধনাদি প্রদান করিয়া থাকিতেন ।

রামমোহন রায় বহুদিবস পর্য্যন্ত বিলাত গমনে অধিক ইচ্ছুক ছিলেন । ইউরোপ মহাখণ্ড, যেখানে বিদ্যা বুদ্ধি ও সভ্যতার প্রভাবে মানবগণ অসাধারণ মহত্ব লাভ করিয়া পৃথিবী মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই স্থান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার মানস তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল । তিনি বলিতেন যেখানে পদার্থবিদ্যা, বংশধরোন্নতি, উন্নতি লাভ করিয়াছে, স্বাধীনতা, যেখানে আকার-বিশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে, যে দেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-জ্যোতিষে সমুচ্ছল হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণের উপকার সাধন করিতেছে, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের যে ভাগ লক, বেকন, নিউটন, হ্যামডন, ওয়াট, সেকুপিয়ার, মিল-টম ইত্যাদি অসংখ্য জনগণের প্রসবিনী হইয়া জগৎ

কেননা হইয়াছে, এমন স্থান মানব মাত্রেই
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা অতীব কঠিন ।

শূনির্মল ব্রাহ্মধর্ম লোকশ্রুতীমধ্যে প্রচার করিতে
তিনি অহলিশি নিপুত্র থাকায় তাঁহার মানস এত-
ব্যস্ত অপূর্ণ ছিল । কি উপায়ে উক্ত বিশুদ্ধ ধর্ম সর্ব
সাধারণের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইবে সেই ভাবনাতেই
তাঁহার সকল সময় অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু পরি-
শেষে যখন তিনি দেখিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম সদ্ধিবান
ব্যক্তি মাত্রেই আদরণীয় ও গ্রাহ্য হইয়া উঠিল,
তখন আর তাঁহার মানসের শোনা বহিল না । তাঁহার
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল তঁহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া তিনি
বিলাত গমনের উদ্দেশ্য করিতে লাগিলেন । আহা!
জগদীশ্বরের কি অনির্বচনীয় মহিমা! এমন বোধ হয়
যে রামমোহন রায়কে তিনি যেন তাঁহার প্রিয়তম
পুত্র জ্ঞানে তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক
হইলেন । দিল্লির বাদশাহ নিজ রাজধানীর নিকটবর্তী
কোন ভূমিখণ্ডের রাজস্ব প্রাপণার্থায় “বোর্ড অব
কম্‌ট্রোল” নামক বিচারালয়ে স্বীয় প্রার্থনা জানাইয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বপ্ন না থাকা আপত্তি-
তে বোর্ডের বিচারকগণ তাহা অগ্রাহ্য করেন । এই-
কালে বাদশাহ ইংলণ্ডের দ্বারা স্বীয় স্বপ্ন সাব্যস্ত
করণ কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । কিন্তু তৎকর্ম নি-
র্বাহার্থে কাহাকে নিয়োগ করিবেন তাহা চিন্তা করি-
তে লাগিলেন । পরিশেষে রামমোহন রায়ের অসা-
ধারণ বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তদ্বারা উক্ত কর্ম
সম্পাদন করিবেন এই স্থির করিয়া, তাঁহাকে রাজা

নাম প্রদান করত বিলাতে প্রেরণ করিতে রুত-
সঙ্কল্প হইলেন ।

রামমোহন রায় বিলাত গমন করিবেন, এই কথা
মর্দু সাধারণ মধ্যে প্রচার হইলে, হিন্দুকুল এককালে
অলস্তুানলবৎ হইয়া উঠিল । তিনি কি মহত্বদেখা
লক্ষ্য করিয়া এই কর্ম করিতে প্ররত্ত হইলেন তাহার
সার মর্দু কেহ অনুধাবন করিতে না পারিয়া, কত
কল্পিত এবং উপহাসাম্পন্ন বিষয় উল্লেখ করত
তাহাকে অপবাদ দিতে লাগিল । কিন্তু যে মহান ব্যক্তি
হিন্দুদিগের ভাঙনায় চূর্ণপাত না করিয়া ঈর্ষ্যাবলে
নে সকল অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি অসাধারণ
অধ্যবসায় এবং আশ্রয় যত্ন সহকারে অস্বাস্ত্র ব্রাহ্ম-
ধর্মের পতাকা দেশমধ্যে উজ্জীন করিয়াছেন এবং
যিনি ধর্মমতানিস্তৃত ব্যাপত্তাজ সকল স্বীয় সুতীক্ষ্ণ
জ্ঞানাত্ম দ্বারা খণ্ড করিয়াছেন, তিনি যে কুসংস্কার-
প্রিত হিন্দুদের কটকাটবো আপন প্রতিজ্ঞা প্রতি-
পালনে পরাজয় হইবেন এমত কোন ক্রমেই সম্ভব
হইতে পারে না । অতএব ১৮৩০ সালের ১৫ নবে-
ম্বর দিবসে “আলবিয়ন” নামী সমুদ্রপথে আরোহণ
করত তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন । তাহার সঙ্গে
তাহার পোষাশুক রাজারাম রায় এবং রামচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায় ও রামচরিত্র মুখোপাধ্যায় নামী অন্য দুইজন
কর্মচারী গমন করিয়াছিলেন ।

তাহার সমুদ্রযাত্রার সবিশেষ বিবরণ তাহার কোন
এক সঙ্গিকর্তৃক নিরূপিত হইতে পারিত হইতামাত্র
পোতের উপরি রামমোহন রায়ের আহ্বানাদির দ্বারা

কি হইয়াছিল, কারণ তিনি তাঁহার কুঠরির মধ্যে থাকাসি করাইয়া সেই স্থানেই আহারাদি করিতেন। সকলের যে স্থানে থাক হয় তথায় তাঁহার থাক হইত না। তাঁহার সহিত একটী কুণ্ডর ছিল। সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবের তাঁহার সমস্ত শরীরেই অত্যন্ত নীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিবাসি গাঠাদি ও মহৎ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় তাঁহার কোন নীড়াদি হয় নাই। তাঁহার নীড়িত সন্ধিদিনকে অনেক পরিভ্রাণ করণের উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মাহাত্ম্যগুণে তিনি তাহা করিতে সম্মত হইন নাই।

দিশাভাগের অধিকাংশ তিনি সংস্কৃত এবং হিব্রু-ভাষা পাঠেই অতিবাহিত করিতেন। প্রত্যহই প্রাতে এবং সাংসকালে তিনি পোড়োপরি উপবিষ্ট থাকিয়া জমীদার সাহ্যকর সমীরণ সেবন এবং অগ্ন্যুৎপাদিত সুমহৎ কীৰ্ত্তকলাপ অবলোকন করিতেন। কখন কখন ধর্ম ও অন্যান্য মহৎ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করণে প্ররত হইতেন। আহারান্তে ভোজনাবশেষ সকল স্থানান্তরিত হইলে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কথোপকথনে সময় খেচ করিতেন। তাঁহার সন্ত-রিজে পোড়োপরি বাবতীর লোক এসত বাধা হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহাকে সেই ও ভক্তি করিবার সুযোগ অসংগত করিয়া থাকিত, এমন কি নারিকেল পত্রীকে কি প্রকারে তাঁহার উপকার করিবে এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিত।

সমুদ্র-বায়ু ক্রিষ্ট এবং প্রবল হইয়া থাকে তিনি তর-

রামমোহন রায়।

৷৷ উত্তরিতাগে অধিকতর ইহা সঙ্গীত মনে উদ্বেল
তরঙ্গ বিশিষ্টে কলোনিয়ীভূতের আশ্রয় ভীষণমূর্তি
অবলোকন করত সর্বশক্তিমান জগৎপিতার অণার
করণারসে আচ্ছন্ন হইতেন। আহা! ধার্মিকলোকদিগের
গনোভাওয়ার কি আশ্রয় সন্তোষ-রসে প্রাপ্তি থাকে
যে সময়ে সাধারণ জনগণ প্রতিনিম্নাসে বিপদ-আ-
শঙ্কা করত সতরাং করণে দীর্ঘ নিম্নাস পরিভ্রাণ
করিতে থাকে, তখন তাঁহারা সেই তয়ের কারণকে
জগৎপিতার নরক সৃষ্টি এক নিদর্শন জানে তাঁহায়
অসীম শক্তির অসংলোভন্য বিমলানন্দ মন্তোষ করেন।

এইরূপে ৫ মাস ২৩ দিবস পূর্ণাঙ্গ বিগত করিয়া
১৮৩১ সালের ৮ আগ্রেল দিবসে রাজা রামমোহন
রায় ইংলণ্ডের লিবারপুল নগরে উত্তীর্ণ হইলেন।
অত্রদেশে দেশান্তরের কোন অগরিষ্ঠিত বাকি আগত
হইলে সহায় ভাষার থাকিবার স্থানের নিমিত্ত বেতন
অসুবিধা হয়, ইংলণ্ডে তদ্রূপ নহে। কারণ, তত্রস্থ
বহু নগর এবং গ্রাম গ্রামাদিতেও পশিকগণের উপ-
কারার্থে পাহাশালাদি নির্মিত আছে। রামমোহন রায়
লিবারপুলস্থ এক পাহাশালায় আপাততঃ অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার বর্ষ এবং অসা-
ধারণ বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি অগ্রেই প্রচার হইয়াছিল,
সুতরাং এইরূপে তত্রস্থ সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে আশির বাণ হইলেন।

সর্বপ্রথমে বিখ্যাত উইলিয়াম রসকে তাঁহার
তিন পুত্রকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রেরণ
করিল। পুত্রগণ রামমোহন রায়ের সহিত উই-

রামমোহন রায়।

লিয়ম রায় কোর পরিচয় ছিল, কিন্তু তিনি চারি বৎসর
যাবৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত থাকা হেতু কুড়াপি
গমনাগমন করিতে পারিতেন না, কেবল কোমল
শয্যাচ্ছাদিত কাঠাসনে দিবারাজ শয়ান থাকিতেন।
মুতরাং তিনি অল্প আশ্রিত প্রণয়নের হিন্দু মিত্রের
সহিত চাকুস কবলে অক্ষম হইলেন। এই বিষয় যোগে
তিনি অবস্পকার প্রণীড়িত ছিলেন যে তিনি ৪ বৎস-
রের মধ্যে অগতালের জন্যও শয্যা পরিত্যাগ করেন
নাই। বৎসরাজী রামমোহন রায় ইংলণ্ডে উপস্থিত
হয়েন, তখন উইলিয়ম সাহেব মৃত্যুশয্যায় শয়ান
ছিলেন, মুতরাং তদ্বিকিৎসক কাহারো সহিত যাক-
তাধি করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু
রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বহুকাল যাবৎ প্রণয়
থাকাতে চিকিৎসকের উপদেশ অবহেলা করিয়াও
তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিজ্ঞাব কা-
লেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎসময়ে যে
সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা প্রবল করিলে
আজ হইতে হয়। উইলিয়ম নিশ্চয় জ্ঞাত ছিলেন যে
জানতিবিলম্বেই তাঁহাকে করাল কাজকরলে পতিত
হইয়া সংসারের সকল সুখে অলঞ্জলি প্রদান করিতে
হইবে। তাঁহার আন্তরিক অভিজ্ঞ ছিল যে রাজা
রামমোহন রায়ের সহকারিত্বে দেশোন্নতির পক্ষে
বন্দোচিত বস্তু করিবেন, এবং ইংলণ্ডের বাবতীয়
সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন। কিন্তু কি
করেন, নির্দয় মৃত্যু, জগতি যাহেই বাহার হৃদয় নির-
য়ের অধীন, ভীষণকারী শিশির ব্যাভীত নায়

রামমোহন রায় ।

তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছে, সুযোগ পাইয়া
 মাত্র তাঁহার কণ্ঠধারণ করিলে । রামমোহন রায়ও
 তৎপ্রশংসাপদের নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ।
 তদনন্তর তাঁহার লণ্ডননগরে অবস্থিতি সময়ে যথার্থ
 পাইলেন যে উইনিয়ম রস কোপকরু প্রাপ্ত হইয়া-
 ছেন । রামমোহন যৎকালীন দোতলার উপরে উই-
 নিয়ম সাহেবের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিলেন
 তৎকালীন লিবারপুল-নগরের ভারতীয় ভ্রাতৃত্ব
 তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোতুললাজান্ত হইয়া তাঁ-
 মভাগে অবস্থিতি করিতোছিলেন । সকলেই তৎ-
 সঙ্গিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন “এই রা-
 জাট কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে অত্র দেশে আগমন
 করিয়াছেন ! ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে ইহঁদের কি
 প্রকার মত ? ইহঁদের রীতি চরিত্র এবং ব্যবহার
 প্রণালী কি প্রকার ? তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসা
 করিতে করিতে রামমোহন রায় বাম্পাকুল মননে
 এবং নলিনবদনে উপর হইতে আগমন করিলেন ।
 পরে কিঞ্চিৎকালের পর তিনি মুখ হইলে তৎসুত্রীক
 বেষ্টিত ভারতীয় ভ্রাতৃজনগণের সহিত নানা বিষয়ে
 তিনি কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কাহারও
 সহিত ব্রাহ্মধর্মের প্রাধান্য বিষয়ে, এবং কাহারো
 সহিত রাজনীতি ধর্মনীতি ইত্যাদি প্রধানতঃ বিষয়
 লইয়া তিনি কথোপকথন করিতে লাগিলেন ।
 তৎপরে তিনি একেশ্বরবাদিগণের সহিত তাঁহা-
 দিগের অজ্ঞানজন্মে উপস্থিত হইলেন । ধর্ম বিষয়ে
 তাঁহাদিগের সম্মততা প্রাপ্ত করত তাঁহার জ্ঞানবোধ

আর নীনা থাকিল না । সমাজ-তত্ত্ব হইলে তিনি সকলের সহিত আলাপাদি করিলেন এবং অনেক অনেক উত্তম-বিষয়ের চর্চা করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন । এই উপাসনা-সন্ধিরে বিখ্যাত কৃত্তবীণ পণ্ডিত ডাক্তর স্পরজিমের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল । ক্রমে ক্রমে তাঁহাঙ্গিরে মধ্যে এবস্তৃত প্রশ্নের সঞ্চার হইল যে তাঁহারা সৰ্ব্বদাই একজ থাকিতেন । রামনোহন রায় যদিও উক্ত ডাক্তরকে অতীব মান্য করিতেন তথাচ তিনি যে বিদ্যা-প্রভানে খ্যাত ছিলেন তাহার অলীক-সুপ্রমাণ করিতে একটি করেন নাই । তিনি ডাক্তর সাহেবকে বলিয়াছিলেন “ কৃত্তবীণ বিদ্যা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, মহাশয় সেই বিষয়টি কোনকালের জন্য বিচার করিলেই স্পষ্ট জানিতে পারিবেন যে উক্ত বিদ্যা কোন কালেই যথার্থ নহে ” বাহাইউক, তিনি কোন ক্রমেই উক্ত বিদ্যার অবযথার্থতা ডাক্তর সাহেবের প্রতীত করিতে পারেন নাই । ডাক্তর সাহেব তাঁহার মন্তকের অনুরূপ চিত্র লইতে তদ্বিকটে অভিলাষ প্রকাশ করিতে, তিনি তাহা প্রদান করিতে সন্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু কি কারণে যে তাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহা আমরা জ্ঞাত নই । লিবারপুল নগরের অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সময়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল তাহা তাঁহার কোন বন্ধুকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । সেই সকল কথা নিম্নভাগে প্রকাশিত হইল । রামনোহন রায়ের লিবারপুলে অবস্থিতি সময়ে কখনকিছরেরক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ-

মন করিলেন। ইনি অতিপূর্বে ভারতবর্ষে রাজ-
কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, সুতরাং দুই একটি হিন্দী কথাও
বলিতে পারিতেন। রামমোহন রায়ের সমক্ষে উপ-
স্থিত হওয়া মাত্রেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তোম
বাকালি” “হান, বাকালি” “তোম বাকালি কেয়জা
হেয় চাহেব”। পরে রাজার পোষাপুত্র যুবরাজের প্রতি
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন “আ ছোকরা, কেতনা বরাণ,
কেয়জা মুগগ, আচ্ছা হায়” এই প্রণালীর বহুবিধ
কুশাব্য কদম্ব্যভাষায় কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হই-
লেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক
তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, যে ব্যক্তির সহিত তিনি
হিন্দীভাষায় কথোপকথন ও আলাপ করিতেছেন
তিনি ইংরেজীভাষা উত্তম বলিতে পারেন, এমন
কি তাঁহা অপেক্ষাও শুদ্ধ বলিয়া থাকেন। আর
ভারতবর্ষের জটনক প্রধান বাদসাই তাঁহাকে কোন
বিশেষ কর্ম নিৰ্বাহের ভারাপণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ
করিয়াছেন। ইহা অবগে সাহেব লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণে
ইংরেজী ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

রামমোহন রায় লিবারপুলে অধিক কাল অবস্থিতি
করেন নাই। তথা হইতে লন্ডননগরে গমনকালীন
ধন, সম্ভাভা এবং গুণপ্রত্যাকে কি মহৎ কলোৎ-
পত্তি হইতে পারে তাহার নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
করিয়া নরনের চরিতার্থতা সাধন করিয়াছিলেন।
ননোহর, পুস্পোদ্যান-বেষ্টিত অমল্য অট্টালিকা,
কত কত গিরগা-ধন্বান, গগন, সুদীর্ঘনালী প্রণালী
ইহা লক্ষ্য লোকেছেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের

রাজপথ তাঁহার কৌতুহলাক্রান্ত নয়নকে এক কালীন পরিভ্রম করিয়াছিল । তিনি এতাবৎ কীর্তি কলাপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই সকল সুমহৎ চিত্তরঞ্জক কীর্তি, ইংরেজদিগের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি এবং স্বাভাবিক অধ্যবসায় বলেই হইয়াছে, এই সকল মানসিক গুণবলেই ইংরেজ জাতির ধরান গুলো সকাগ্রগণ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, ও অবনীতলে বিদ্যাবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, এবং একমাত্র এই সকল গুণাভাবেই আমাদের বসভূমি ছুখে এবং দরিদ্রতার আবাস হইয়াছে ।

মানচেনচাঁদ নগরে বঙ্গ বয়নের বৃহৎ কলের কুটি র্জন করণার্থ তিনি ক্রিয়াকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন । অত্র স্থলে ইংরেজদিগের শিল্প টেনপুন্ডা দর্শনে তাঁহার চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইল । সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা মধ্যে অসংখ্য শিল্পবস্ত্র সকল বিদ্যমান রাখিয়াছে এবং বোধ হইল যেন তাহারা সকলেই সজীব পদাংক, সকলেরই গমন-শক্তি আছে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে । পরে কর্মশালায় উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন যে শত শত লোক অবিপ্রোক্ত আপত্তিদিগের নিয়মিত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত বহিয়াছে । তথায় তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই একবারে হিন্দু রাজা দর্শনাভিজ্ঞায়ে স্ব স্ব কর্ম পরিত্যাগ করত তাড়কে ধাবমান হইল । তিনি বীভাতুল্যারে সকলকেই যথা বিধানে সম্বাদা করিলেন এবং অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া তথ্য হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ।

তদনন্তর উক্ত নগর পরিত্যাগ করত রাজা রজ-
নীষোগে লখন মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া, নগ-
রের প্রান্তভাগে অতি কদম্বা এক পাড়াখানায় অব-
স্থিতি করিলেন । এ যামিনী এই স্থানেই অতিবা-
হিত করিতে মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরুদ্ধজনক
ভৃগুক ভাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হওয়ায়
রাজাই ভাঁহাকে উক্ত ঘর পরিত্যাগ করিতে হইল ।
তৎকালে একখানি গাভি ভাঁড়া করিয়া জাড়ে গাকি
হোটেল নামক প্রসিদ্ধ স্থানে রাজি ১০ ঘটিকার
নগর উপস্থিত হইলেন । সেখানে রামমোহন রায়ের
আগমনবার্তা প্রবল করিয়া জেরিনি বেঙ্কার নামা
মুখ্যমন্ত্রী একেশ্বরবাদী ধর্ম্মযাজক তৎসঙ্গে সাক্ষাৎ
করণাভিলাষে আগমন করিলেন । ধর্ম্ম বিষয়ে এই
মহাত্মা অস্থিতির ছিলেন, ইংলণ্ডে সর্ব সম্প্রদায়ের
মধ্যে একেশ্বর মত তিনিই প্রথমে প্রচার করেন ।
তিনি ব্রহ্মবিশ্বাস সংসারের সমুদয় সুখ জলাবরণ
অনিত্য জানেন সর্বদা কেবল পরমার্থ চিন্তাতেই
নিবৃত্ত ছিলেন । কি হেতুতে সর্ব সাধারণ জনগণের
দুঃখ ভ্রাস হইয়া সুখ বৃদ্ধি হইবে এই চিন্তাতেই তিনি
সর্বতরিকল থাকিতেন । কথিত আছে যে বুদ্ধিগো-
চরে তিনি যত দিবস জীবিত ছিলেন তাহার প্রত্যেক
দিবসেই তিনি লোকের হিতজন্য একটি না একটি
কর্ম্ম করিয়াছেন । এক মুহূর্ত্ত কালও তিনি অন্য কোন
কর্ম্ম বাস্তব করেন নাই ।

আজি এইরূপ মহাত্মা বঙ্গকালীন দাদশ ঘটিকা
রাত্রিকালে হোটলে রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আগমন করিলেন, তখন আর রাজা রামমোহনের গোলাগোর সীমা কি ? এই স্বতন্ত্রাঙ্গী অরুণ হইলেই অনুভব হয় যে ইংলণ্ডের দারভীরা প্রধান-বাক্তি রামমোহন রায়কে কীৰ্ত্তন সম্ভাষিত এবং মহিমান্বিতনেচনা করিতেন । তাঁহারদিগের পরস্পর আলাপে একে অন্যের প্রতি এমনত অনুরক্ত হইলেন যে ভাড়া বলিবার নহে । সত্যতঃ তাঁহার উভয়ে একত্র মনো-মীন হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে জনমানুষের উপকার সাধন হইতে পারে সেই বিষয় আলোচনা করিতেন ।

কোম্পানি বাহারর বঙ্গদেশে কি প্রকার রাজনীতি দ্বারা শাসন করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রতি লোকদিগের বীতি, মীতি, আচার, ব্যবহার এই সকল বিষয় কিরূপে জ্ঞাত করাইতেন । দেখায় বঙ্গদেশে রামমোহন রায়ের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্মজ্ঞানে মোহিত হইয়া এক দিবস উঠেঃপরে বলিয়াছিলেন “রামমোহন রায়! তুমিই পন্য এবং তুমিই ন্যায়! দেখ তুমি ৩৬ চক্রিশ কোর্টা কাণ্টনিক দেব দেবীর দাসত্ব শৃঙ্খলেত বন্ধন চির ভিন্ন করিয়া মুক্তি ও জ্ঞান প্রদানিত ধর্ম মাথে বিচরণ করিতেছ, মনুস্মৃতির অরক্ষার উন্নতি জন্য তুমি এক অবতারবিশেষ হইয়া পরাতলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ ।

রামমোহন রায় লণ্ডন মহানগরীতে আগমন করি-
য়াছেন এই কথা প্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে দেখিতে অভিলষী হইলেন । “বিরজিত কীট” নামক স্থানে তিনি বাসা সুরাহ করিতে করিতেই

তাহার বাণীর দ্বারা পাড়ি ঘোড়ায় স্থান হইল । ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা পর্যন্ত বাবতীয় মহদ্বন্দ্ব ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি নিযুক্ত ছিলেন । তাহার সঞ্চরিত্র এবং কথোপকথনের সুপ্রণালীতে সকলকেই তাহার প্রতি আস্থা এবং সম্মান করিতে হইয়াছিল । - ধর্ম, রাজনীতি, বাণীনা, এবং নান্য সাধারণের সুখ-দুঃখ ইত্যাদি প্রধান বিষয়ে তাহার সম্বন্ধতা প্রকাশ করিয়া সকলেই বিস্ময়-পূর্ণ হইলেন এবং ভূম্য ভূম্য তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ।

ইংলণ্ডের বাবতীয় মহদ্বন্দ্বশোধক এবং ধর্ম ও মানির অগ্রগণ্য ব্যক্তিবাহের সহিত তাহার আত্মীয়তা এবং গমনাগমন হইতে লাগিল । তদন্ত প্রধান বিচারপতি এবং কোম্পানীরাই যে কেবল তাহার সহিত পরিচয় করিয়াছিলেন এমন নহে, পূর্বের আত্মতা সকলেই তাহাকে যৎপরোনাস্তি সমাদরের সহিত গ্রহণ করত সম্মান করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে যে সকল নাহেবেরা প্রধান রাজকর্ম নিযুক্ত থাকেন, তাহার-সিগেপ্ত সঙ্গ করা ঘরে থাকুক, কৃত্যবৎ সেলাম করিতে গেলেও তাহার বিমুগ্ধ হইয়া উঠেন । এমন কি, গৃহের বহির্দিশে পাঠকা স্থাপিত করত অজ্ঞান বন্ধন করিয়া তত্তৎ সমুখে উপস্থিত না হইলেই হইতে পারেন না । কিন্তু সে সকল নাহেবও এইক্ষণে কি উপায়ে রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এই বিচার্য ব্যাকুল হইতে লাগিলেন । বহুবিধ প্রধান-প্রাধিকার ভারতবর্ষের সম্রাট, নীতি, নীতি অবগত হই-

সার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন । লর্ড ডোহম, সার ডবলু হারটন, সার হেনরি ক্লেটী, সার চারল্‌স ফরনস্ ইত্যাদি মহানানা ব্যক্তিরাহের সহিত তাঁহার আশয় হইয়াছিল ।

উল্লিখিত মেমোজ্জ্বল ব্যক্তিগণ তিন ইংলণ্ডেশ্বরও তাঁহাকে যথোপযোগী সম্মান করিয়াছিলেন । সার বেক, সি, হব্‌ কোউস, বিনি কোড্‌ আব কণ্ট্রোল নানা মহা নভার ডটনক সম্ভ্রান্ত সভাপতি ছিলেন, তিনি রাজ্য রামমোহন রায়কে সমতিবোধের লইয়া রামমোহন উপস্থিত হইলে, রাজপ্রতিনিধিদিগের জন্য যে সকল আসন নির্দিষ্ট আছে, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে উক্ত আসনে আসীন হইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন । “লণ্ডন ত্রিক” নামক সুপ্রসিদ্ধ লেখকবন্ধনের পত্র, তৎপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে এক বৃহৎ তোজ হইত, ইংলণ্ডের সেই তোজসমাজে রাজ্য রামমোহন রায়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল । “কোর্ট আব ডিরেক্টরস্ ” * বন্যপিণ্ড তাঁহার পদবী স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করেন নাই ।

৬ই জুলাই দিবসে লণ্ডন মহানগরীতে “কোর্ট আব ডিরেক্টরস্‌র সভার” মহা সমারোহ পূর্বক আত

* কোম্পানির রাজ্য সময়ে স্বীকার্য্য মহারাণী হইতে ভারত-বর্ষ ইজারা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তাঁহার এক সন্তান স্থাপন করত একদর রাজ্য শাসন করিতেন । সেই সভার নাম কোর্ট আব ডিরেক্টরস্‌ ।

একটি প্রধান ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতেও রাজা রামমোহনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল ।

ইংলণ্ডে আগমনের তাঁহার যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহা তিনি এইক্ষণে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ হইলেন । ধর্ম, রাজনীতি-চর্চা, সামাজিক এবং সাহিত্য শাস্ত্র চর্চা বিষয়ে যে কোন সভা ইউক না কেন, তাহাতেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন । কখন বা তাঁহাকে প্রধান ব্যক্তির বৈঠকখানায়, কখন বা নতুনমতি বিদ্বানের নিমন্ত্রণ গৃহে দৃষ্ট হইত । এতদ্ভিন্ন সচরাচরই তিনি পালিঘামেটে মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া তদন্ত সভাপনের সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণে কবিকুহর পরিতৃপ্ত করিতেন । ইংরেজদিগের নানা সম্প্রদায়ের ভাষ্যমালায় উপস্থিত থাকিয়া ধর্মযাজকগণের প্রীতিপূর্ণ ধর্ম বিষয়ক সম্বন্ধুতা শ্রবণেও তিনি ত্রুটি করেন নাই ।

সবিস্তারবতী এবং সভ্যতাক্রম অলঙ্কারে বিভূষিতা তত্ত্বতা যাবতীয় মহিলাদিগের সমাজে তিনি যার পর নাই সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তাঁহার চরিত্র এমনতমত ও সুশীল ছিল যে তৎপরিচিত যোষাগণ মধ্যে সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন । যে ভারতভূমিতে কুলকাগিনীগণকে অন্তঃপুরে কারারুদ্ধের ন্যায় আবদ্ধ রাখিবার রীতি আছে এবং যে দেশে নতুনমতি প্রিয়তমা ভাগিনীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত রাখিতে তদদেশবাসীরা বড় প্রকাশ করেন, রামমোহন রায় সেই দেশে অঙ্গগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই যে ইংলণ্ডের কুলকাগিনীগণের প্রেষ্ঠ-

তা ও অন্যান্য মহৎ গুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইয়াছিলেন এমনত নহে, বরং সততই তাঁহাদিগের গুণ, ধর্ম ও মহত্ত্বের প্রশংসাবাদ করিতেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন “আমার জন্মের সবিস্তর হৃদয়ঙ্গম প্রকটন করিয়া আমি কোন মানসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিব, তদ্ব্যতীত যেহ বিষয় লোক সমূহের জ্ঞানিবার ও আমার লিপি করণের উপযুক্ত বোধ হয় তাহা লিখিতে হইবে; বিশেষতঃ ইংলণ্ডবাসীগণের অসাপারগ গীশক্তি সমৃদ্ধতা, রীতি নীতি এবং ইউরোপীয় মহিলাগণের অনির্কচনীয় স্তনের বাখ্যা ও মহীয়সী ধর্মের প্রশংসাও অবিকল লিখিতে ক্রটি করিব না”।

রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ডার্মিনীদিগের সমাজ দৃষ্টেই যে কেবল পুঙ্খিত হইয়াছিলেন এমনত নহে, বরং প্রগাঢ় প্রীতি ও সুনিষ্ঠা-বিশিষ্ট মুনত্য ধর্মবাজকদিগের সমাজেও বার পুর নাই মন্তোব লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মবাজকেরা ভারতবর্ষে যে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং অনেক শারীরিক মুখে ইচ্ছা-পূর্বক জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রমশঙ্ক অজ্ঞান ত্রিসিরাঙ্কন মানবমণ্ডলীর শারীরিক ও মানসিক উপকার করিতে অতীব যত্ন প্রকাশ করেন এবং যে উপায় দ্বারাই ভারতভূমির জনগণের উত্তমাবস্থা হইতে পারে, সেই উপায় অতীব ব্যগ্র চেষ্টে অবলম্বন করেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রদেশীয় জাত্যবর্ণের উপকারক বলিয়াই হউক, ও মহৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানেই হউক, তিনি তাঁহাদিগকে অতি প্রজ্ঞা ভক্তি ও আন্তরিক প্রেমের সহিত প্রীতি করিতেন।

তিনি বলিয়াছিলেন “আমি বন্দগি সপরিবারেই ইং-
লণ্ডে বাস করি, তবে আমার পরিবারস্থ সকলকে
অন্যান্য সকল সমাজ পরিভাগে কেবল পারমার্থিক
ধর্ম্মবাক্যদিগের সমাজেই পরিচি্ত করিয়া দিব, এবং
তঁাহাদিগের উপরেই আমি আন্তরিক প্রেম স্থাপন
করিব। ইহারা আমার প্রতি এতরূপ দয়া ও অনু-
গ্রহ প্রকাশ করেন যে, সন্মুখে আমার বোধ হয় আমি
যেন স্বদেশস্থ বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি।

এই সময়েই কোম্পানি বাজারের ভারতবর্ষে ইজা-
রার সময় বৃদ্ধি করিবার প্রাথনায় পার্লিয়ামেন্ট মহা
সভায় আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তদন্তরে
পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায়, তঁাহারা ভারতবর্ষে মুদ্রণা-
লীতে শাসন করিতেছেন কি না। তঁাহার প্রাথন বর্ণনা
ইবার অনুরূপ করিতে, যাবতীয় ইংরেজ ভারতবর্ষে
বাস করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লর্ড, মেজর, কালেক-
টর, কমিসনর, সুকসম্পর্কীয় সকল কর্মচারী, নীলকর,
বনিক ইত্যাদি সকলেই পার্লিয়ামেন্টে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য
প্রদান করিলেন। পরে হাউস অব কমন্সে, রাজা
রামমোহন রায়কে আহ্বান করিয়া তঁাহাকে সাক্ষ্য
প্রদান করিতে অনুরূপ করিলেন।

ভারতবর্ষের সমুদায় অবস্থা তিনি উত্তম রূপে
অবগত এবং সকল বিষয়ে তঁাহার বহুদর্শিত্ব থাকায়
এবিধেই তঁাহার সাক্ষ্য পার্লিয়ামেন্ট সমাজে অতীব
আদরণীয় এবং গ্রাহ্য হইল। তিনি যে সকল অতি-
প্রায় বাক্য করিয়াছিলেন তাহা তদবধি এক পুস্তকা-
কারে পরিণত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেন্ট হইতে তাঁহার প্রতি যে সকল প্রশ্ন হইয়াছিল তাহাতে তারতর্ঘ্যের শাসন-প্রণালীতে যে যে অসুভবকর নিয়ম আছে তাহাই যে তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন এমন নহে, কি কি উপায়ে তাহা সংশোধিত হইতে পারে তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাতে কোম্পানি বাহাদুরের কোন দোষ সাদৃশ্য হয় নাই, কিন্তু স্বদেশের লোক সমূহের প্রতি তাঁহার যে অন্তর্য প্রীতি আছে এবং তাহাদিগের উন্নতি পক্ষে তাঁহার যে বিশেষ যত্ন আছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তারতর্ঘ্য প্রকারে যে অতীব দীনবস্ত্রীয় পতিত হইয়াছে এবং তাহারা যে ভয়ানক দাউন। যত্নে পোষিত হইতেছে, তাহা তিনি বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

রাজনীতি বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের মত অতীব উত্তম ছিল। সামাজিক অবস্থা বিষয়ে সকল লোকেই সমতুল্য হউক এটি তাঁহার অভিমত ছিল বটে, কিন্তু লোকসমাজে পদার্থ ক্রমে বৈকল্য ঘনবী বর্তমান আছে তাহা এককালীন রহিত হউক তাঁহার একমাত্র মানস ছিল না। যৌবনাবস্থায় তিনি ইংরেজদিগের শাসনে অতি বিদ্বেষ করিতেন, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহাদিগের বিষয় তিনি যতই জানিতে আরম্ভ করিলেন এবং চুরাক্ষা যবনদিগের শাসন-প্রণালীর সহিত তাঁহাদিগের শাসন-প্রণালী যতই তুলনা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ কম হইতে লাগিল; পরিশেষে সকল দ্বেষ দূর হইয়া সর্বপ্রকারেই তিনি তাঁহাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী

হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন যে পঞ্চম দয়ার্থী
জগদীশ্বরের রূপানুগেই ভারতবর্ষে যবনদিগের হস্ত-
হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ইংরেজদিগের অধীন হই-
য়াছে। ইংরেজদিগের শাসনপ্রণালীতে অনেক নোংরা
ছিল, এটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম সত্ত্বেও তিনি সেই সময়ের
রাজনীতি নিবন্ধন যে সহস্র সুখোৎপত্তি হইত তজ্জ-
নাই তাঁহারদিগের যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ করিতেন,
এবং সকল অসুবিধার সহিত তাঁহাদিগের প্রশংসা
করিতেন। তিনি আরো জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা
করিতেন যে ইংরেজেরাই ভারতবর্ষের আধিপত্য-
পদে অধিকৃত থাকেন। যে হেতুক তাঁহাদিগের প্রশা-
সাৎ ভারতবর্ষের মোকেরা সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী
হইতেছে।

রামমোহন রায় অত্যন্ত সংসারবিশিষ্ট ছিলেন।
ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্য মাজেই স্বাধীনতা
মন্ত্রাণ করিতে পারে, এটি তাঁহার নিত্য বাঞ্ছনীয়
ছিল। সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে স্বাধীনতা যে নরক-
লোকপ্রিয় হইয়াছে তাহা তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিরী-
ক্ষণ করিতেন এবং যেমতে তাঁহার জন্ম-ভূমিতেও
একপ হইতে পারে তাহার যথোপযুক্ত যত্ন করিতেন।
যৎকালে স্পেনদেশে বর্তমান রাজ্য-শাসন-প্রণালী
সংস্থাপিত হয় তৎকালীন এই সুতর্কিনা উৎসর্গে,
তাঁহাদিগের সন্তুষ্টি প্রকাশার্থে তাঁহাদিগের অনেক
ইউরোপীয় বন্ধুগণকে তিনি এবং সুবিখ্যাত স্বারিকা-
নাথ ঠাকুর একটি বড় খানা দিয়াছিলেন। ক্রীল গ্রীষ্মক
আডেম সাহেবের শাসন সময়ে উক্ত গবর্ণর সাহেব

“কলিকাতা জেনরল” নামক সম্মানপত্রিকা রচিত করিয়া তৎসম্পাদককে দেশবহিষ্কৃত করণে, রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের যন্ত্রাণ্যের স্বাধীনতা প্রার্থনায় স্বয়ং বিলাতে আপীল করিয়াছিলেন।

তঁাহার ঠেংসেও অধঃশক্তি সময়ে পার্জিমানেন্ট সম্মানভান উভয় “টোরি” এবং “হুইগ” সম্প্রদায়ের সভ্যগণের সহিতই তঁাহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। ইহাদিগের প্রণয়ভাজন হইয়া যে তিনি কেবল আপনাত্মক সম্মানবর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে, তাহাদিগের দেশেরও অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এমন কথিত আছে যে নির্দিষ্ট মহামত্যে তার ভবর্ষের শুভকর কোন নিয়ম সংস্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তঁাহার এক পরামুরোধে “হুইগ” কিম্বা টোরিদিগের নিরাপত্তিতে উক্ত নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল।

১৮৩২ সালের শরৎকালে রাজা রামমোহন রায় ক্রাঞ্চদেশ দর্শনার্থ গমন করেন। তত্বে অধিরাজ লুইস্ ফিলিপ তঁাহাকে অত্যন্ত সমাদর ও প্রজ্ঞা কবত প্রহর করিয়াছিলেন। এবং দুই দিবস তঁাহাকে স্বীয় ভবনে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে পানাহার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের যাবতীয় রাজনীতি-বিশারদ ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞেরা তঁাহার প্রতি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ সালের প্রথমে তিনি ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে পুনরাগমন করিয়া ডেভিড হেয়ার সাহেবের জাহাজে “জন এবং জোজেফ হেয়ার সাহেবের” বাণীতে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যুগ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের সময়েই তিনি রুগ্ন হইয়াছিলেন। পূর্বেই তাঁহার পিত্ত-শ্লেষ্মার গীড়া ছিল, এইক্ষণে ইউরোপের জলবায়ুর প্রভাবে তাহা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ডান্স আর্থিন) মাসের অধিনে তিনি শরীরের এই অবস্থাতেই টোপলটন ক্রীডাকাননে কিলিংকাল অবস্থিতি করার মানসে ব্রিস্টল নগরে গমন করিলেন। তাঁহার অতিলাষ ছিল যে তত্রস্থ ছরস্ত গরাক্ষয়দ্বিধি পীত স্বভূতে তিনি ডিব-নশায়ার নগরে বাস করেন।

ব্রিস্টল নগরে আসিবার নয় দিবস পরেই তিনি অরোগ্যে আক্রান্ত হইলেন। ডাক্তর পিলকাউ এবং কেরিক সাহেবদ্বয় অত্যন্ত যত্নপূরক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ঔষধে তাঁহার গীড়ার বিশেষ উপকার দর্শিল না। পরে আর ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইল। ভয়ানক অর-আলার তিনি প্রায় সততই জ্ঞান-শূন্য হইয়া থাকিতেন। পরে ২৭ সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্ন ২ ঘটিকা, ১৫ মিনিটের পর, ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি সামবলীলা সম্বরণ করত, মাতা বঙ্গভূমিকে এককালে চিরদুঃখেঃ স্থগিত করিলেন। যাহাকে অসব করিয়া ভারতভূমি ধন্যা ও ধরামগুলবিখ্যাত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই মহাত্মা মৃত্যুর করালকবলে কবলিত হইয়া মানবজন্মের অনিত্যতার এক দিব্য নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন।

আহা! মৃত্যুর কি প্রবল আনন! কি অগঙ্কন হিত-কারী পরমধার্মিক, কি লোকপীড়ক ঘোরপাপী! কি

জ্ঞানবত্ব-বিভূষিত সাধুদ্বান, কি অজ্ঞান-তিমিরাজস
নিরাকর, কি মনোহর রূপলাবণ্য-বিশিষ্টে যুবক, কি
জ্ঞানচর্য্য-বিশিষ্টে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, সকলেই মৃত্যুব
হুর্জ্বল নিয়মেয় অধীন। যিনি দিন যামিনী কেবল
স্বদেশের চিত্তচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন এবং
যিনি যাবতীয় দক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন করত মানবজাতির
একমাত্র মুক্তির কারণ পরমপরিজ্ঞ বা ক্রপণের উদ্ধার
করিয়া, যতুবা মাতেরই যাবৎকাল নাহি উপকার সাধন
করিয়াছেন, তিনিও মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন।
ইহা যথার্থ বটে, যে তিনি অকালে এই রম্যভূমি
পৃথিবী পরিত্যাগ করেন নাহি, কিন্তু মানব-মনের
একটি স্বভাব যে যাদুারা বহুপরিমাণে উপকার প্রাপ্ত
হয় তাহাকে এককালীন চিরক্ষীরী হইতেই আভিলাষ
করে। সুতরাং রামমোহন রায়, তাঁহাইতে বসভূমি
অশ্রদ্ধা সহস্র উপকণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং শত ব
বৎসর কীৰ্ত্তন করিলেও তাঁহার গুণ শেষ হইবার নয়।
তাঁহাকে মৃত্যুর শাসনের বহির্ভূত কথিতে এতদেশীয়
ব্যক্তিগণেরই যে প্রয়োজনী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য
কি? সেই দেশহিতৈষী মহাজুতব দীর্ঘজীবী হইলে
যে দেশের কত অফস সাধন করিতেন তাহা গণনা
করিয়া কে শেষ করিতে পারে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেই তিনি নিশ্চিত বুঝিতে
পারিয়াছিলেন যে অচিরেই তাঁহাকে অগতঃই দেহ
পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিতে হইবে।
তিনি পীড়িতাবস্থায় থাকা কালীন আর কাহারো

সহিত বিশেষরূপে পোষণ করেন নাই, সকল সময়েই কেবল প্রগাঢ় প্রীতি সহকারে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে ছুটে ছুটতেন । তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন পরমেশ্বর চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন তাঁহার অত্যাশ্চর্য প্রসন্ন বদনমণ্ডল দর্শনেই তাঁহা সপ্রমাণ হইয়াছিল ।

তিনি যৎকালে নিম্নোক্ত যাত্রা করেন তাঁহার পূৰ্ব্ব-
কালে তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিয়াছিলেন যে “আমার
মৃত্যু হইলে হিন্দু, মুসলমান, এবং খ্রিষ্টান, এ তিন
সম্প্রদায়েই আমাকে যত্ন শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয়
যাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত নহি।”
তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এইরূপে তাঁহাই ঘটিয়া
উঠিল । তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি কোন
ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাঁহা লইয়া বিরোধ হইতে লাগিল ।
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহাকে তত্তৎ ধর্মাব-
লম্বী প্রমাণ করিবার জন্য কারণ দর্শাইতে লাগিল ।
তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন এই বলিয়া হিন্দুরা বহুল
প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন । এবং খ্রিষ্টানধর্মাবলম্বীরা
তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন বলিয়া নিদর্শন প্রয়োগ করিতে
ক্রটি করিলেন না । কি আশ্চর্য্য, খ্রিষ্টানদিগের মধ্যেও
আবার বিবাদ উপস্থিত হইল । ইংলণ্ডে একেশ্বর-
বাদী খ্রিষ্টান যাহারা আছেন তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার
করিলেন যে রামমোহন রায় তাঁহাদিগের সম্প্রদায়-
ভুক্ত ছিলেন এবং অন্যপ্রকার খ্রিষ্টানেরা নিঃসংশয়ে
বিশ্বাস করিতেন যে তিনি তাহাদিগের মতাবলম্বীই
ছিলেন । বেদান্তিকেরা বলিতে লাগিলেন যে, যে
যাহাই বলুক না কেন রামমোহন রায় বেদান্তকে ঈশ্বর-

বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহার সন্দেহমাত্র নাই এবং মুসলমানেরা জুটুটিতে বাক্য করিলেন যে কোরানেই রামমোহন রায়ের সম্যক্ বিশ্বাস ছিল, অন্য কোন ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস ছিল না। যাবতীয় সঙ্গ-দায়ের লোকেরাই যে রামমোহন রায়কে স্ব গ মতাবলম্বী বলিত তাহার যথেষ্ট কারণ আছে তাহা সকলেরই স্বীকৃত্যাপটে। তাহার উৎকর্ষিত অনভিভূতি সময়ে তিনি লদা সর্কদাশী খ্রীষ্টানদিগের উপাসনা-নিদ্রে অসীম হটতা করিত এবং প্রকাশ করিত পদবাক্যক-দিগকে প্রমাণ করা করিতেন বিশেষ খ্রীষ্টানেরা তাহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বেদান্ত শিক্ষা করিয়া তিনি উক্ত শাস্ত্রকে সত্য্য প্রমাণ করিতেন এবং তাহা যাক্যতে সর্কদাশীর মধ্যে প্রচার হইতে পারে তাহার বহু করিতেন, এজন্য বেদান্তিকেরা নিষিদ্ধ বিজ্ঞান করিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় বেদান্তিক ছিলেন। কোরানের মধ্যে অনেক উত্তম মত আছে সেই সকল তিনি পাঠ করত কোরানকে অতি উত্তম পুস্তক বলিয়া সচরাচরই তাহা ব্যাখ্যা করিতেন, সুতরাং মুসলমানেরা রামমোহন রায়ের মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকার পক্ষে আর সন্দেহমাত্র করেন নাই। ফলতঃ রামমোহন রায় যে মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না তাহার প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বাজনা মাত্র। তিনি যে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান কি বেদান্তিক ছিলেন না তাহার স্মৃতি প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে। তবে এইক্ষণে এই লিঙ্কান্য যে তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? ইহার প্রত্যুত্তরে মুক্তকণ্ঠে

করা বাইতে পারে যে তিনি ব্রাহ্ম অর্থাৎ তৎপ্রতি-
স্থিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন । নিম্ন লিখিত যে কএ-
কটি কারণ প্রদর্শিত হইল তাহাতে নিশ্চিত প্রতিপন্ন
হইবে যে তিনি কি বেদান্তিক, কি শ্রীতিমান, কি
ধর্মলম্বন, তাহার কিছুই ছিলেন না । তিনি নিঃসং-
সার ব্রাহ্ম ছিলেন ।

অন্যান্যতঃ ।—রামমোহন রায়ের বুদ্ধি, বিদ্যা ও
কমতার বিষয় বিবেচনা করিলে, তিনি যে কতকগুলি
বাক্যই পরিপূর্ণ পুণ্যতন পুস্তক পরমেশ্বর-প্রণীত
অত্যন্ত শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন, ইহা মহা
সৌকার করা সুকঠিন কর্ম । বরং সাধারণ মনোযোগ
পূর্বক তাহার প্রণীত পুস্তকপরম্পরা পাঠ ও পর্যা-
লোচনা করিয়া দেখিলে বিপরীত পক্ষই সঙ্গত বোধ
হয় । তাহার প্রভু অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয় হয় তিনি
বহুদেশের বহুপ্রস্ত অন্বেষণ করিয়া আপনাব অসা-
মান্য বুদ্ধিবলে নির্ধারণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টি-স্থিতি
প্রণয়-কারণ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার, পরমেশ্বরই
মানবজাতির উপাস্য পদার্থ, তিনিই তাহাদের ঐহিক
ও পারত্রিক সমস্তের অদ্বিতীয় কারণ, এই প্রত্যক্ষ
পরিদৃশ্যমান বিশ্বমাত্রই তাহার প্রণীত একমাত্র ধর্ম-
শাস্ত্র স্বরূপ, এবং এই অতি প্রগাঢ় অভ্যাস শাস্ত্ররূপ
মহাসিদ্ধি মন্বন করিয়া যে কিছু জ্ঞানেরই উদ্ধার করা
যায়, তাহাই আনাদিগের কল্যাণধনাপারের অপ্র-
ভুল পারহারের একমাত্র উপায় । তিনি আপনি ঐ
পরমধর্মরূপ অমূল্য নিধি উপাঞ্জন করিয়া পরিভূ-
ত হইলেন, এবং মানবজাতির যোরতর অজ্ঞানতিমি?

দর্শনে দযার্জ হইয়া তাহাদিগের পরিজ্ঞান সাপনে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু আবহমান কাল যাহাদের অসত্যকে সত্য, অচেতনকে চেতন, ও ভ্রান্তকে অজ্ঞাত বলিয়া বিশ্বাস আছে তাহারা যে মহদা তাঁহার কথায় বিশ্বাস রাখিয়া, অথবা শাস্ত্র-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পবিত্র পাপের পাপিক হইবে তাহা কদাচ সম্ভব নহে । যাহারা পরম্পরাগত ধর্মশাস্ত্রের, ও জ্ঞান-নিহিত কুসংস্কার মাজের নিত্যন্ত অনুরাগ হইয়া চলে, এবং পূর্বতন শাস্ত্রপ্রচারক ও ধর্মপ্রয়োজকদিগকে দেববৎ পবিত্রাণ-কর্তা ও তাহাদের বাণী অজ্ঞাত আপ্রাণক বলিয়া প্রত্যয় বায়, অশাস্ত্রসম্মত যুক্তির বল স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নহে । এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাদিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ সঙ্কলন করিয়া, স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি যেমন হিন্দুদিগের সহিত বিচারের সময়ে বেদ বেদান্তাদির বচন গ্রহণ করিতেন, সেইরূপ মুসলমানদিগের সহিত বিচারের সময়ে কোরানের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, এবং খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত বিচারের সময়ে বাইবেল শাস্ত্রকে সাক্ষী বলিয়া মান্য করিতেন । যদি তাঁহাকে ঐবদান্তিক অথবা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রাদেশী বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কোরান ও বাইবেল মতাবলম্বী বলিয়াও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় । শুনা গিয়াছে তিনি জীবদ্দশায় বহু বিশেষকে কহিয়াছিলেন আমার মৃত্যুর পর হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টীয় তিন সম্প্রদায়েই

আমাকে স্ব স্ব শাস্ত্রাবলম্বী বলিয়া প্রত্যয় মাইবে, কিন্তু আমি কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি। তাঁহার এই মূল্যকে ভবিষ্যদ্বাক্য অবিকল সফল হইয়াছে। তাঁহার লোকান্তর গমনান্তে হিন্দুনিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বেদান্তগামী ব্রাহ্মজ্ঞানী, মুসলমানেরা কোণ ন-বিশ্বাসী মুসলমান, এবং খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ীরা বার্তা-ম-মতাবলম্বী খ্রিস্টান বলিয়া উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। যদিও তিনি এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র দৃষ্টে পরমেশ্বরের অনির্লচনীত ধরূপ, অনুপম গুণাবলী ও মঙ্গলকর নিয়মপ্রণালী বিষয়ক বহুতর বচন প্রকাশ করতেন, কিন্তু তিনি না হিন্দু না মুসলমান, না খ্রিস্টান, কোন শাস্ত্রকে পরমেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং কোন শাস্ত্রের আভিপাদ্য মনন মতে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি নিতা, নিরাকার, নির্লিঙ্গকার, সর্বজ্ঞ, সর্বভয়, নিখিল বিশেষ্য, পরমেশ্বরকেই একমাত্র উপাস্য পদার্থ বলিয়া এবং বিশ্বরূপ বিশাল পুস্তকমাত্রই তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া, প্রত্যয় করিতেন। যে দেশের যে জাতির যে শাস্ত্রে এই পরম পরিস্কৃত মতের প্রতিপোষক বচন দর্শন করিতেন তাহাই মঙ্গলন করিয়া প্রচার করিতেন। তিনি যেমন বেদ বেদান্তাদি মঙ্গল করিয়া ব্রহ্মবোধ-প্রতিপাদক পবিত্র বাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার খ্রিস্টীয় শাস্ত্রেরও সারাংশ মঙ্গলন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মসমাজে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য গ্রহণ ও মনন করিয়া পরমেশ্বরের

উপাসনা করিতেন, সেইরূপ আবার একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির উপবেশন পূৰ্ব্বক বাইবেল শাস্ত্রের অঙ্কুশে পরমেশ্বর-অতিপাদক বচন সমূহ প্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ।—তিনি যে সেক্সশাস্ত্রের মারগারী, নিবন্ধিয় গুরুপথাবলম্বী, একেশ্বরবাদী ছিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজের টুন্টুডীড নামক লেখাপত্র তাহার দ্বারা বহিষ্যতে তিনি যে উৎকৃষ্টতর প্রতিপ্রাণে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন করুন তাহা শাস্ত্রবিশেষের অনুমানী, একতর পক্ষপাতী, মলিনচিত্ত ব্যক্তিদিগের সমাজ হওয়া সম্ভব নহে। তিনি এই লেখাপত্রে একরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন সকল দেশীয় সকল জাতীয় সকল প্রকার লোকেই এই সমাজে আশ্রিত হইয়া বিশ্ব-শ্রুতি, বিশ্ব-পাতা, মিতা, নিষিকার, পরিষ্কৃত স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি এখনে বাস্তবিক বা অনাস্তবিক কোন জীব ও পদার্থকে ঈশ্বর পোষ করিয়া আরাধনা করিতে সমর্থ হইবেন না, এবং যেক্ষণ পান বাগ্যানাদির দ্বারা বিশ্বের অফা ও পাতার পান-ধারণা বৃদ্ধি হয় এবং দান দয়াদি ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্ররুতি জন্মে, তদ্বিশ্ব অনা কোন প্রকার প্রস্তাবাদি এই সমাজে পঠিত ও উল্লিখিত হইবে না। এতাবস্থায় এই লেখাপত্রে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবার বিধ নাই। তাহাতে ঐক্যাত্মিক যত্নানুসারে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সাধন করিবার

বিধান নাই, খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মতানুসারে নামক-
বিশেষকে পরমেশ্বর বলিয়া আৰ্ত্তনা করিবারও নিয়ম
নাই, এবং মুসলমানদিগের শাক্তানুসারে একমাত্র
অদ্বিতীয়-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ সহকারে মহম্মদের
নাম উল্লেখ করিবারও নির্দেশ নাই। * যে সমস্ত
ধর্মবিষয়ক বিশুদ্ধ তত্ত্ব উল্লিখিত সমুদয় উপাসক
সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য ও গ্রাহ্য, তাহাই রামমোহন
রায়ের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার সময়ে যেমন ব্রাহ্ম-
সমাজের আচার্য্য মহাশয়েরা উপনিষদাদি সংস্কৃত
শাস্ত্রের স্মৃতি ও অর্থাদি করিয়া পরমেশ্বরের আরা-
ধনায় প্ররুত হইতেন, সেইকপ আবার হিন্দুত্বের অন্য
জাতীয়েরাও কখন কখন ব্রাহ্মসমাজে উপাধিত হইয়া
স্বীয় ভাষায় স্তুতি পাঠ করিয়া, জগদীশ্বরের প্রতি
ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতেন। কোন
প্রচলিত শাস্ত্রকে অজ্ঞান বলিয়া যাহার যদার্থ বিশ্বাস
আছে, উল্লিখিত অভিপ্রায় ও উল্লিখিত অনুষ্ঠান
তাঁহার প্ররুতরূপ অভিমত হওয়া কোন সন্দেহ সম্ভব
নহে। অতএব রামমোহন রায় না হিন্দু, না খ্রীষ্টান,
না মুসলমান, তিনি কোন শাস্ত্রকেই সংশয়শূন্য জা-
নিত্বহীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না।

তৃতীয়তঃ।—রামমোহন রায় আপনার অভিপ্রায়
গোপন রাখেন নাই। প্রভূত এতাদৃশ সুস্পষ্টরূপে
লিখিয়া রাখিয়াছেন, যে কাহারো সংশয় হইবার
বিষয় নহে। একদেবীয়া লোকদিগকে সংস্কৃত কিংবা
ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা কর্তব্য, এই বিষয়
লইয়া যে সময়ে রাজপুরুষেরা আন্দোলন করিতেছি-

লেন, তখন তিনি ভারতবর্ষের তৎকালবর্তী শাসন-
কর্তাকে এক পত্র লিখিয়া এ বিষয়ে আপনাত্মক অভিশ্রম
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রে ইংলণ্ডীয়
ভাষায় অনেকবিধ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করা
নিতান্ত কষ্টসাধ্য বলিয়া, বেদান্তাদি কতিপয় শাস্ত্রের
কাণ্ডনিক মতের অপকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।
তিনি সেই পত্রে স্পষ্টে লিখিয়াছেন, ন্যায়, মীমাংসা
ও বেদান্ত নানা প্রকার অনঃকল্পিত ভাবে পরিপূর্ণ;
অতএব তৎসমুদায়ের অধ্যয়নে তাদৃশ উপকার দর্শি-
বার সম্ভাবনা নাই। তিনি আরো বিশেষ করিয়া
লিখিয়াছেন, পরমাত্ম-স্বরূপের সহিত জীবাত্মার
সম্বন্ধ কি, জীবাত্মা কিরূপে পরমাত্মাতে লয় পায়,
বেদমন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তিই বা কি প্রকার, বেদান্ত
শাস্ত্রের আবৃত্তি করিলে যে ছাগ-বধ-জনিত পাপের
ক্ষমস হয় ইহার কারণ কি, এই সমস্ত বেদান্ত ও
মীমাংসা ঘটিত বিষয়ের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে
প্রকৃতরূপে জ্ঞান ও উপকার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।
এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিষয়ের বাস্তবিক সত্তা নাই,
যে সমস্ত বস্তু সংপদার্থ বলিয়া পতীয়মান হইতেছে,
সমুদায়ই অসংপদার্থ; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পরিজন-
বর্গও একরূপ অসং বস্তু, অতএব তাহারা স্নেহ ও মম-
তার পাত্র নহে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া
গার্হস্থ্যপ্রণেয় বহির্ভূত হইতে পারিলেই মঙ্গল, এই
সমুদয় টেদান্তিক মত শিক্ষা করিলে, ছাত্রেরা গৃহধর্ম
ও সামাজিক কর্ম সম্পাদন করিতে কদাচ সুপারক
হইবে না। এই সমস্ত সদভিপ্রায় রামমোহন রায়ের

নিজ লেখনির মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে । ভিন্ন-
খিত শাস্ত্র সমুদায়কে পরম পুরুষার্থ সাধক ভাষ্টি-
বর্জিত বলিয়া বিখ্যাত থাকিলে ঐ সকল মুযুক্তি-মঙ্গল
সম্বন্ধে তাঁহার রসনা হইতে কদাচ নিঃসৃত হইত না ।

চতুর্থতঃ ।—তিনি বেদান্তাদি কতিপয় হিন্দুশাস্ত্র
বিষয়ে উল্লিখিত পত্রে যেরূপ “সুস্পষ্ট” মতপ্রকাশ
প্রকাশ করিয়াছেন ; কোবান, ও লাইবেল প্রভৃতি
অন্যান্য শাস্ত্রবিষয়ে তদনুরূপ অনাস্থা-সূচক অভিপ্রায়
ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত
সকলেরই কৌতুহল হইতে পারে । তাঁহাদের সে
কৌতুহলও চরিতার্থ হইবার উপায় আছে । তাঁহার
পঞ্চবিধে মতামত লইয়া লোকসম্মখে বাদানুবাদ
উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পুঙ্খই অনুত্তর করিয়া-
ছিলেন এবং অনুত্তর করিয়া তদ্বিষয়ে পারমীক তাবাস
একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ঐ
গ্রন্থের নাম “তোহকতুলমোহদীন” । উহার অর্থ,
একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার । বাস্তবিক উহা
অমূল্য উপহারই বটে । ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে
তাঁহার মতামত বিষয়ে কাহারো আর সংশয় থাকা
সম্ভব নহে । তিনি, ঐ পুস্তকে একমাত্ররূপ পর-
মেশ্বরে অবিলম্বিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সর্বপ্রকার
প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে এতাদৃশ দণ্ডাসাত করিয়া
গিয়াছেন যে তদীয় মাতৃনা হইতে তাহাদিগের পরি-
ত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই ! তিনি উহাতে
নির্দেশ করিয়াছেন, ভাস্করভাব ধর্ম-প্রয়োগকে
দৈশনিশেষে, কাল-বিশেষে, শাস্ত্র-বিশেষ কখনা

করিয়াছেন, আপনাদের সার্থসাধন ও আশ্রয় ধর্মের
গৌরব-বর্জিত জনা দেব দেবাদি খটিত উপাখ্যানাদি
রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত বাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোক
সাপারদের নোপগমা হইতে পারে না, তাহা ঐশী
শক্তি সম্পন্ন অলৌকিক বাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়া-
ছেন, এবং কার্যাকারণ প্রণালীর অরূপ তত্ত্ব নির্ধারণ
ও প্রতিপাদন করা করিয়া অশেষদিন কুম্ভসার পাঠে
লৌক-সাপারকে বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ঐ অমূল্য
প্রাপ্ত ধর্ম-প্রযোজকদিগের অলৌক-সামান্য অদ্ভুত
জ্ঞানোৎপত্তির ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে শাস্ত্রের
প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলৌকিক প্রদর্শন করিয়াছেন।
এবং পুরুষ পরম্পরার অনুগত হইয়া পুরুষ বর্গদিগকে
যুক্তিবিহীন বাবকাব অবলম্বন করা যে অজ্ঞানের অঙ্গ
ও অনর্থের মূল, তাহাও সুস্পষ্টে সম্ভ্রম্যমান করিয়াছেন।
তঁহার মতানুসারে, ভূমণ্ডলে যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বর
প্রণীত বা আশ্রয়িত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদা-
নই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত ধর্ম প্রচা-
রক আপনাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বা তাঁহার অসাপারন
অনুগ্রহপাত্র বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও
ভ্রান্ত প্রমাদী বা প্রবঞ্চক। তাঁহার মতানুসারে, যিনি
আপনাকে অলৌকিক-শক্তি সম্পন্ন পূজ্য বলিয়া পরি-
চিত্ত করিয়াছেন, তিনি প্রতারক তাহার সংশয়
নাই। এবং যিনি পরমেশ্বরকে মানববৎ ভাগ-দেবাদি
বিশিষ্ট ও কোন সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানাক্ষকারে আবৃত তাহার-
ও সন্দেহ নাই। তাঁহার মতানুসারে বিশ্বরূপ বিশাল

শাস্ত্রের পরমেশ্বর প্রণীত অবিদ্যার দর্শনশাস্ত্র। তত্ত্বিম
অন্য সমস্ত শাস্ত্রই মানবজাতির মনঃকোম্পত, ভ্রম
প্রমাদে পরিপুষ্ট এবং অদৃশ্য-লব্ধ ও পারবর্তনক।
অগ্নিময় নিবানক আমাদের শাস্ত্র, সুমানসে নিশ্চয়
আমাদের শাস্ত্র, হীরকহর ভারক-মালাও আমাদের
শাস্ত্র, এক একটি ষ্ট্রগবন এক এক খানি পবনমুন্দর
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থস্বরূপ। এক একটি উজ্জ্বল, হরিতবর্ণ
মহীন পত্র দেহী গাছের এক একটি পরম শোভাকর
পত্র স্বরূপ। বনবিশ্বী সুগন্ধের ও খাখারুচ বিচক্ষ
দলের সুকৌশল-সম্পন্ন মনোহর শরীরই এক এক পক্ষ্ম
শাস্ত্র। আমাদিগের আপন প্রকৃতিই আমাদিগের
এক এক পত্রম শাস্ত্র স্বরূপ। যে মজ্জের মানব
ক্রতপানী বিরলপুঙ্গ পৃথিবীতুল্যে উৎপন্ন হইতে
বসন্তকাল বৎসর অধীত হয়, তাহ ও আমাদের শাস্ত্র।
আমাদের যে প্রতি পক্ষ শোণিতবিন্দু আমাদিগের হৃদ-
যাত্রাও সেই পক্ষবৎ কর্তব্যশাস্ত্র, তাহাই আমাদের
শাস্ত্র। পক্ষপক্ষ মানবী আমাদের পক্ষ্মশাস্ত্র। বিস্তৃত
জগৎকে আমাদের জাতিগণ। মহাত্মা রামমোহন রায়
এই আঁক প্রণীত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়া
যে পক্ষ ষ্ট্রগদেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ব্রাহ্ম-
দর্শন, তাহাই আমাদিগের জ্ঞাপালা ও তাহাই আমা-
দিগের প্রচার করা কর্তব্য। 'সে পক্ষ এই, জগতের
সৃষ্টি-স্থিতি-তল-কর্তা, একমাত্র অনন্তস্বরূপ সর্বজ্ঞ, সর্ব
নিষ্কল, সকল মঙ্গলোৎপাদক সর্বোত্তম বিবর্তিত, বিচক্ষ
শক্তিমান এবং অপরিচ্ছিন্ন ও অনির্কলচরিত্র পর-
মেশ্বরই মানবজাতির পরম ভক্তি-ভাজন আরাধ্য

তঁাহার বিলম্বিত হৃদয়ক্রম ছিল যে মনুষ্যমানে যে সকল ভাবের উদয় হইতে পারে তন্মধ্যে সর্বাঙ্গি কার্য, অনন্তজ্ঞান-বিশিষ্ট অগতাপাতার ভাবই সর্ব-প্রধান । এই ভাব ক্রমে বর্জিত করণই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান তাৎপর্য্য । অগতীভূত অন্যান্য বিষয়ের যে জ্ঞান লাভকর্য্য যায় তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে এককালীন ক্ষুদ্রতম, এমন কি এককালীন অস্বর্জিত হইয়া যায় । এই জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্যের মহত্ব প্রকাশ এবং একমাত্র এই জ্ঞানই ঐহিক ও পারত্রিক সুখের উৎস স্বরূপ । রামমোহন রায় নিশ্চিত বোধ করিতেন যে এই সংস্কারটি স্বদেশীয় তমসাক্ষর ভ্রাতৃবর্গের মনঃক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে বপন করিবার কাৰণই তিনি ভারতবর্ষে তন্ময় গৃহস্থ করিয়াছিলেন ।

তঁাহার কোন আন্তরিক বন্ধু তঁাহার বিষয়ে যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা নিম্নভাগে প্রকটিত হইল ।

“ তঁাহার বয়ঃক্রম বড়ই বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই এই সংস্কারটি তঁাহার মনে দৃঢ়ীভূত হইল যে মনুষ্য-সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত ধর্ম্মই একমাত্র উপায় এবং ধর্ম্ম বিরহে জনসমাজে নানাপ্রকার বিধবয় কলোৎপত্তি হয় । তঁাহার জীবন সময়ে কলিকাতা নগরীতে এক নব্য সম্প্রদায় উপস্থিত হয় । ইহাদিগের চরিত্র দর্শনে তিনি এককালীন বিধানসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন । অনেক সুশিক্ষিত গৃহবান ও বহুসম্মান নিরঙ্কর যুবকেরা এই দলভুক্ত ছিলেন । পরে অনেক গুলিই ক্রিষ্টী আসিয়া এই দলে সংমিশ্রিত হইয়াছিল । উত্তম গ্রন্থ ও বিজ্ঞানশাস্ত্রাদি পাঠ করত স্বাধীন

পৌত্তলিক ধর্ম এই সম্প্রদায়ের আস্থা ছিল না, কিন্তু
 দুঃখের বিষয় এই যে ইহারা উক্ত ধর্মের পরিবর্তে
 অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করেন নাই। প্রাচীন সম্প্র-
 দায়ী পৌত্তলিক হিন্দুগণকে তিনি ইহাদিগের অপেক্ষা
 অত্যন্ত প্রাশংসিত ও নির্দোষী স্বীকার করিতেন। তিনি
 নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অবনীতলে এমন
 দুর্ফর্ম নাই বাহা নাস্তিক দ্বারা সম্পন্ন হইতে না
 পারে।”

আহা, মহাত্মা রামমোহন হুর্ভাগ্যবশতঃ বাহাদিগ-
 হইতে প্রতিকণ্ঠেই অনিষ্ট শঙ্কা করিতেন, তাঁহার
 মৃত্যুর পর এপর্যন্ত তাহাদিগের সম্বন্ধা এককালীন
 অসম্বাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই মর্ক-ধর্ম বিনাশক যুবক-
 দলে হিন্দুজাতিমধ্যে প্রধান দুই জাতি করিয়া ভুলি-
 য়াছেন। এক ভাগের লোকেরা কালী দুর্গা ইত্যাদির
 পূজা করিতেছেন, অন্য ভাগের যুবকদল নাস্তিক হইয়া
 পড়িয়াছেন। একদল চতুর্দিক কোর্চী দেব দেবীর অস্তিত্বে
 বিশ্বাস করিতেছেন, অন্য দল একটিরও অস্তিত্বে বিশ্বাস
 করিতেছেন না। এক দলের লোকেরা নিশ্চয় প্রত্যয়
 করিতেছেন যে পৃথিবী অসম্বাদ্য দেব দেবাদের দ্বারা
 শাসিত হইতেছে, অন্য দলে বুঝিয়া বসিয়াছেন যে
 জগতের শাসনকর্তা কেহই নাই। হায় হায়, কি
 দুঃখের ব্যাপার যে ইহারা অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও
 ধর্মপথের পোহ হওত আনবল্লম সার্থক করিতে অক্ষম
 পিছিল! বিদ্যার ও নানাবিধ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের কি এই
 ক্ষম মর্শিল? ইহাতে কি কোন প্রকার মহত্ব

হইতেছে? ইহা স্বীকার্য্য বটে, যে এতদ্বাধ্যে অনেকেই

বলিয়া থাকেন তাঁহার। ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিদ্যমান
করেন, কিন্তু সেটি দেখে কেমন ঘোঁষক, বাস্তবিক নয়,
ঐক্যনিবেশ কাগজাব। তাই এই প্রকাশ পাইতেছে ।
অনেকে বাক্য করেন যে তাঁহার। মর্ক্সোৎকৃষ্ট মনোভাব
ব্রাহ্মণ্যবোধকন করিয়া জাহাজেতে পাস্য্য করিতেছেন,
কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বোধ কর্তব্য কর্তব্য তাই করিতে কাহাকেও
চুকাইয়া না । সুতরাং ইহা রা মর্ক্সের বাস্তবিক অন্য
এ ন্যায় মর্ক্সের দ্বারা পাবেন ।

ইহা পৌত্তলিক ধর্মোদ্ধার শিল্পের অঙ্গকার
অন্য, তাই রামমোহন রায় যে এ ন্যায়বোধক নাস্তিক
ব্রাহ্মণ্য তাই তাহাতে অসম্মতিগত বিজ্ঞান ক'বার আদি
কোন কার্যে তাই তাহাতে অসম্মতিগত পদক্ষেপের ব্রাহ্ম
পদ যে আধুনিক এসকল কণন বলা যাউক তাহা নহে ।
যেহেতুক সকল কণনের প সকল সময়ে জ্ঞানবান
মহাত্মাদেবেরই এই ধর্ম ছিল । মুর্খত্বের কালে মর্ক্স-
টিম এসকল ধর্মের এই ধর্ম ছিল । রাম ও মর্ক্সের এই
ধর্ম ছিল এবং পদনার্জন পরম জ্ঞানবান মহাত্মা
নেকনেরও এই ধর্ম ছিল । রামমোহন রায়ের যে
কোন একমাত্র শিল্পধর্মাবলম্বনের সহিতই ধর্মবুদ্ধি
নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল এমন নহে, নাস্তিক-দলের
প্রবোধ জ্ঞানও তাঁহার এক প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়া-
ছিল । তিনি যে এই উভয় সংগ্রামে অগ্রস্ত হইবার
সম্যক উপযুক্ত ছিলেন সেটি প্রতিপাদন করা বাহ্যিক
মাত্র । তিনি এরূপ অলৌকিক গুণহারে বিভূষিত ছি-
লেন যে অবস্থাবিনোদে স্থিত হইলে তিনি ভারতভূমির
সহস্র অত্যাশ্চর্য উপকার করিতে সমর্থ হইতেন ।

রামমোহন রায় ।

রামমোহন রায়ের ধর্মবিষয় বর্ণোচিত লিখিত
হইল : তিনি অন্যান্য বিষয়েও এক জন প্রধান ও
অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত মত
পারে । আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত যত
মহাকাব্যি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি ততাবধিই মনো
প্রধান বলিয়া গিয়াছেন । এমন কি, তাঁহাকে মনুষ্য জাতির
মধ্যে এক জন প্রধান বলিলেও বলা যাইতে পারে ।
তিনি যে কেবল পুরুষপার্শ্বিক জ্ঞানবান এবং সুস্বভাব
কি ছিলেন এমনত নহে । তাঁহার অন্তরকরণও
জাতি মহৎ দয়ালীন ও পরোপকার-প্ৰবাহন ছিল ।
তাঁহার চুত বিশ্বাস ছিল যে পরোপকার করা মনুষ্য
জাতিরই অতীত কর্তব্য, এবং পাপের চুখে মোচন ও
সুখবুদ্ধি করিলে যাত্রক সুখানুভব করা যায় এমনত জীব
কিছুতেই হয় না । এমনত কথিত আছে যে তিনি শীত
ঋতুর কোন এক প্রান্তকালে প্রভাত-সমীপে যেন
করিয়া প্রভাতগমন করিতেছিলেন এমনত সময় দেখি-
লেন যে এক জন অতি ধর্মপরীক্ষী জ্ঞী শাক সবজি সম্মুখে
লইয়া দীনবেশে ও বিকলচিত্তে বসিয়া আছে । বুঝা
ভারবহনে অতি ক্লান্ত হইয়া ত্রিদিবকাল নিশ্রাম কর-
নার্থে মস্তকহঠেতে ঝড়িঙ্গী নাগাইয়াছিল, কিন্তু নোওলা
যুক্ত উক্ত ঝড়িঙ্গী দ্বীপমস্তকোপরি পুনঃস্থাপিত করিলে
পারিলে হইয়া “বাজারের সময় অতীত হইল” বোধ
এই ভাবনায় এককালীন বিষমবদনে বসিয়াছিল ।
রামমোহন রায় তাহাকে দেখিরামাত্রই তাহার মনের
বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দ্রুত সমস্ত হইয়া দ্বীপ
হস্তে বুজার মস্তকোপরি ঝড়িঙ্গী স্থাপিত করিয়া দিলেন ।

যে সকল ব্যক্তি দেশিক ও পরাক্রম প্রকাশ করত অপরায়ণ জাতিদের জয়পাটকা উড়ান করিয়া স্বীয় দেশোচিত্তার করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁদের যুদ্ধেই পুণ্য প্রকাশ করত পুরাবৃত্ত মধ্যে গণ্য হইয়া লোকমণ্ডলীর বশোভাজন হইয়াছেন, মহাত্মা রানিমোহন রায়কে তাঁহাদিগের হইতে বহু ও অগণন বনিতলে দেখা করি পাঠকরূপে আশাশ্রিতকে অভ্যক্তি দেখে দ্রাবত করিবেন না। কুমারপুত্র পরভক্ত ব্যক্তিবাহকরূপে যে সকল নিরর্থক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল স্বীয় সাহস-বলে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ক্রান্তিরহিত অধ্যবসায়কে একমাত্র মহৎ করিয়া, সমসাময়িকের সাহায্যে বিপদভোগের জড়নামকে পরাজিত করিয়া, দেশের হিত সাধন প্রভেদে চরিত্র সংস্থাপন করিয়া, এবং "সত্যার্থে প্রচারদ্বারা মানবকুলের মহৎপকার সাধন করিব" এই আশা মনোমতো প্রেরণ করিয়া, হিন্দু জাতিকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম হইতে উদ্ধার করিয়া, পরম পবিত্র আকস্মিক তীহাদিগের আত্মা স্থাপন করাইবার জন্য তিনি অহর্নিশী কি শারীরিক, কি মানসিক, পরিশ্রম করিতে প্ররত হইয়াছিলেন।

এইকালে রানিমোহন রায়ের জীবনচরিত্র প্রায় বর্ষের পুরাবৃত্তের এক প্রধান অঙ্গ বনিত হইবেক। তাঁহার জীবনকাল, এতদেশীয় পুরাবৃত্তের সেই কাল যে কালে ইহার ব্যক্তিগণের মানসিক ও সামান্য যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গলের সুজগাও হইয়াছে। বহু জীবন রানিমোহন রায় কষ্ট গ্রহণ করেন, ভীষণাকার কষ্টকার ও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত দ্বারা ভারতবর্ষের এক

সীমা হইতে সীমাত্তর পর্যন্ত খীর পক্ষপুষ্টের দ্বারা
 আকৃত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সময়ে সেই
 পক্ষির পক্ষ অনেক দূরানেই ক্ষিপ্রতিম হইয়া গিয়াছিল ।
 এমন কি জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণতার তরবারির প্রহারে স্থান
 বিশেষ এককাদীন পক্ষাবরণ হইতে নিম্নুক্ত হইয়াছে ।
 তাঁহার জীবনকালে এবং এক্ষণেও সাম্প্রতিক ধর্ম্মানুষ্ঠান
 হিন্দুগণের সম্মুখা অধিক আছে বটে, কিন্তু তিনি বর্ত্ত-
 মান থাকিতে থাকিতেই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রধান
 দুই বিভাগ হইয়াছিল এবং সেই বিভাগ এক্ষণে
 সুস্পষ্ট হইতে দৃষ্ট হইতেছে । তিনি যে নরকজাতি
 বিবর্ত্তিত মর্কোৎকর্ষ ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন
 তাহা দিন দিনই পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তারিত হইতেছে ।
 হিন্দুজাতিই যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধ
 ধর্ম্মকে রক্ষণার্থী করিয়া খীর মস্তক উন্নত রাখিয়াছিল
 এবং চরিত্র যবনগণ কর্তৃক ভীষণরূপে মনরে আক্রান্ত
 হইয়াও কোনক্রমে পরাক্রম হয় নাই, সুনিখ্যাত মহাত্মা
 রাজা বামমোহন রায় সেই ধর্ম্মের মর্কোৎকর্ষ করিয়া
 ভারতবর্ষে ত্রাক্ষপদ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন ।
 তৎপূর্বে ঐরাজ্যের কোন ব্যক্তিই স্বজাতীয় ধর্ম্মের
 সাম্প্রতিকতা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন নাই ।
 তিনিই মন্ত্র তন্ত্র ও নানাবিধ আবারুদ্রিক কুসংস্কার
 পরিত্যক্ত স্বদেশীয় ভাতৃবর্গকে ধোয়নাশ্য নিভা হইতে
 জাগরিত করাইয়া তাহাদিগের ক্ষমতাসম কবিতাভিনয়
 এবং ত্রাক্ষ একগাছ, দ্বিতীয় নাই । যদ্যপিও এইধর্ম্ম
 তৎপূর্বে সংস্থাপিত ধর্ম্মাবলম্বিগণের সম্মুখ আত্মত অস্পষ্ট
 হইয়া বর্ত্তমানের বর্ত্তী বাইতে পারে যে উক্ত

সম্মান দিন দিন বর্ধিত হইবে। যে বিমল ধর্মজ্যোতি
 পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারি দিক্ বিকীর্ণ হইবে
 তাহা ভারতবর্ষে প্রদীপ্ত হইতেছে। জগদীশ্বরের
 রূপায় যেদিন অচিরেই আগত হইবে যেদিন লক্ষ
 মনুষ্য, বাহারা এইক্ষণে অজ্ঞানতা বশতঃ নানাবিধ
 কাম্পনিক ও ভ্রমপূর্ণ ধর্মে আস্থা স্থাপন করিয়া সন্তুষ্টি-
 চিত্ত রহিয়াছেন, আগন্তু ধর্মের অলৌকিক ফলপ্রসূ
 করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান নিরবয়ব পর-
 মেশ্বরকে মনের সহিত প্রীতি ভক্তি ও পূজা করিবেন
 এবং সুতরাং তৎসময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন
 কর্তৃক সকল মনের সহিত শাস্ত্র শাস্ত্র ধর্মাবাদ প্রদান
 করিয়া তৎপ্রতি রূপান্তর প্রদান করিবেন।

১০০ শব্দপত্র : (১০০)

সংস্কৃত ।

অসম ।

সংস্কৃত ।

১	আর্য্য	আর্য্য
২৩	ইউরোপীয়ানি এংলো	ইউরোপীয় এংলো
১৮	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৩	অসমপুত্র	অসমপুত্র
২০	ইউরোপীয়ানি	ইউরোপীয়ানি
১৩	অসমপুত্র	অসমপুত্র
১২	অসমপুত্র	অসমপুত্র
১০	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৯	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৮	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৭	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৬	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৫	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৪	অসমপুত্র	অসমপুত্র
৩	অসমপুত্র	অসমপুত্র
২	অসমপুত্র	অসমপুত্র
১	অসমপুত্র	অসমপুত্র

